লেখাবুরি
লগাতু
মেচার

মন্ত্রঃ কাউর চন্ডী হরিতে হরিয়াল
জ্বলেশ্বরের গঙ্গা কী জল
শবর গুরুর চাপটে বন্ধন
আঠার মোকাম ত্রিতল
অনযের অঞ্জকড়ি দিয়ে টানি
অমুকের আত্মা মন
নস্রের নস্র দিয়ে টানি
অমুকের আত্মা দেহ ত্রিনয়ন
কাউর চন্ডীর দোহায় লাগে
মঙ্গল চন্ডীর আজ্ঞে
আঠার মকাম টেনে আনি
শীতা কুন্ডের যজ্ঞে
দোহায় লাগে পঞ্চ দেবের
অমুকের কন্যা ছুটে আয়
কালীদৌয়ের কুন্ডলী ভাঙ্গি
কামাখ্যা মায়ের দোহায়
ছার ছার ছার ঘর গৃহ ছার
আমায় ছাড়িয়া যদি
অমুক অন্য পানে চাস
দোহায় লাগে কালেশ্বরী
নরসিংহ দেবের মস্তক খাস।

নিয়মঃ মন্ত্রটি ৩১২ বার পাঠ করে মুখস্থ (সিদ্ধি) করে নিতে হবে। তারপর যাকে বাধ্য করবেন নাম নাম উল্লেখ করে নিজের বির্য মিষ্টি কোনো দ্রব্যে মিশিয়ে মন্ত্রটি দ্বারা মিষ্টি গুলো অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এবার কাঙ্খিত ব্যক্তিকে কৌশলে মিষ্টি খাওয়াতে হবে। এতে

পৃথিবীর সমস্থ নারীকে নিজের বশিভুত করা মন্ত্র।

মন্ত্রঃ
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
আযামতু লাইলি বাজারু-
মনের সঙ্গে আমার
হউক তোর মোন শান্ত-
থাকবে আমার সত্তার জমার।
চন্দ্রে গ্রহে থাকরে সদা
নক্ষত্রের সত্তা ধরে-
আমাকে এক নজর না দেখলে
যাবি জাহান্নামের ফরে।
ছার ছার ছার-
তোর বাপ মার ঘর গৃহ ছার
ছার ছার ছার-
তোর চৌদ্দ গুষ্ঠি ছার।
আমারে ছাড়িয়া যদি-
অন্য কোথাও যাস
দোহাই লাগে তুই-
তোর আল্লাহর মাথা খাস।
বাক্যের দাপটে বাক্য লড়ে-
বাক্য যদি লড়ে চড়ে
কালী মার যুনির-
জল মহাদেবের মুখে পড়ে।

নিয়মঃ মন্ত্রটা মাত্র ৮৬৯ বার পাঠ করে মুখস্থ করতে হবে। এরপর মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করে এক ঘটি পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি মুরগির ঘরে ফেলে দিবেন। মোট ৩ দিন।

নোটঃ ছোট-খাটো বিষয়ে মন্ত্র খাটানো নিষেধ।

আপনারা যারা প্রেম করেন। কিন্তু প্রেমে ব্যর্থ। আর নয় ব্যর্থতা। আপনি আমার এই আমল নিয়ম [illegible] ইনশাআল্লাহ ৭ দিনে বশ হবেই।

মন্ত্রঃদোহায় আল্লাহ দোহায় আলি।
দোহায় চণ্ডী দোহায় কালি।
দোহায় তোমাদের-
অমুকের কন্যা অমুকের অন্তর জ্বলুক।
পাচ আত্তা পাচ পরান জ্বলুক।
অমুকের কন্যা অমুক-
আমার এস্কে মহব্বতে ছুটে আসুক।
আমায় ছাড়া অমুকের কন্যা অমুক যদি।
বাড়ায় কোথাও পা।
দোহায় হযরত আলী মা ফাতেমার মাথা [illegible]
হক আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

নিয়মঃআগে শনিবার বা মঙ্গল এই মন্ত্র ১০১ বার পড়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে।তারপর যখন কাউকে বশ করার প্রয়োজন বোধ করবেন তখন মানে শনিবার বা মঙ্গলবার আগে মসজিদে কিছু টাকা দান করবেন তারপর এশার নামাজের পরে জায়নামাজের উপর বসে চোখ বন্ধ করে এই মন্ত্র ৫১ বার পাঠ করবেন।আর অমুকের কন্যা অমুকের জায়গায় মেয়ের মায়ের নাম আর মেয়ের নাম বলতে হবে।আর এই আমল ৩ দিন করতে হবে।আমি গাউসুল আজম কুতুবদিয়া মাইজভাণ্ডারী এর মুরিদ গ্যারান্টি দিলাম আল্লাহর রহমতে ব্যারথ হবেন না।আল্লাহ মালিক।
জয় হোক দয়াল বাবার।

মেয়েকে বা ছেলেকে নিজের প্রেমে আবদ্ধ করার জন্য ব্রহ্মা মন্ত্র। ১০০% কাজ করে পরিক্ষিত।

মন্ত্রঃ বন্ধনা করি অগ্র গতি
করি বন্ধনা মস্তক
তেত্রিশ কোটি দেবতার বন্ধন
করলাম ত্রিদেবের তির্থক
দোহয় কালী দোহায় আলী
দোহায় জিন্দা মাদার
আমাকে ছাড়ি যদি যাস গণ্ডার
দোহায় খাস মস্তক ব্রহ্মার
বাক্যের দাপটে বাক্য লড়ে
বাক্য যদি লড়ে চড়ে
দোহায় আলীর মস্তক
মা ফাতেমার পায়ে পড়ে।

নিয়মঃ মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ অবশ্যই আমার কাছে থেকে অনুমতি নিতে হবে। যাকে বশিভূত করবেন তার ছবিতে কাম সিন্দুরের তিলক লাগিয়ে মন্ত্রটি ৩ দিন ৩ রাত ১০০১ বার করে পাঠ করতে হবে।

পছন্দের মানুষকে বশিকরণ করার মন্ত্র। যদি আপনি কাউকে ভালোবাসেন কিন্তু সে আপনাকে পাত্তা দেয়না তাহলে মন্ত্রটি আপনার জন্য। এই বিদ্যার দ্বারা যেকোনো নারী বা পুরুষকে আপনার বাধ্য করতে পারবেন। বিদ্যাটি প্রয়োগের ফলে কাঙ্খিত ব্যক্তি কুকুরের মতো আপনার পিছনে ঘুড়বে। আপনি যা বলবেন সে তাই করবে ১০০% গ্যারান্টি। পরিশেষে একটা অনুরোধ বিদ্যাটি খারাপ উদ্দেশ্যে দয়া করে প্রয়োগ করবেন না।

মন্ত্রঃ চন্দ্রের উপর বন্ধনা করি
টানি অমুকের ত্রিধাম
স্ব বন্ধনে বন্ধনা করি
রতি কামেশ্বরীর মোকাম।
অমুকের বাম বাহু টানি
টানি পঞ্চ আত্মা মহেশ্বর
শীতলা বাক্যের চাপটে
অমুক শিঘ্র পদতলে পর
দোহায় আলী দোহায় কালী
দোহায় লাগে কামাখ্যা মা
অমুক আমার বাধ্য না হলে
পায়গম্বরের মস্তক খা
শ্রীদাম আজ্ঞা গুরুর পা
কালিকা চন্ডী সিদ্দিকী করে যা
নাহলে দোহায় লাগে
দক্ষীণের দিথা পক্কিমে যা
হক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মাদুর রসুল উল্লা

পৃথিবীর সমস্থ নারীকে নিজের বশিভুত করা ম

মন্ত্রঃ
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
আযামতু লাইলি বাজারু-
দমের সঙ্গে আমার
হউক তোর মোন শান্ত-
থাকবে আমার সত্তার জমার।
চন্দ্রে গ্রহে থাকরে সদা
নক্ষত্রের সত্তা ধরে-
আমাকে এক নজর না দেখলে
যাবি জাহান্নামের ফরে।
ছার ছার ছার-
তোর বাপ মার ঘর গৃহ ছার
ছার ছার ছার-
তোর চৌদ্দ গুষ্ঠি ছার।
আমারে ছাড়িয়া যদি-
অন্য কোথাও যাস
দোহাই লাগে তুই-
তোর আল্লাহর মাথা খাস।
বাক্যের দাপটে বাক্য লড়ে-
বাক্য যদি লড়ে চড়ে
কালী মার যুনির-
জল মহাদেবের মুখে পড়ে।

নিয়মঃ মন্ত্রটা মাত্র ৮৬৯ বার পাঠ করে মুখস্থ করতে হবে।
এরপর মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করে এক ঘটি পানিতে ফুঁক
ঐ পানি মুরগির ঘরে ফেলে দিবেন। মোট ৩ দিন।

নোটঃ ছোট-খাটো বিষয়ে মন্ত্র খাটানো নিষেধ।

মন্ত্রঃ নজারে নজর বন্ধি
নজার নজার নজার করা
নজারে মহন পবন জ্বলে
নজারে নজার ত্রি-জ্বলা
এক নজারে বন্ধি করলাম
অমুকের চক্ষু মস্তক
দুই নজারে বাধ্য হউক
অমুকের হৃদায়াত্মা সন্তক
তিন নজারে নয়ন হরিলাম
হরিলাম যিও আত্মা
নজারে বন্ধনা করলাম
অমুকের পরান মন সত্মা
দোহায় আলী দোহায় কালী
দোহায় হাড়ির ঝি চন্ডী
বাক্য বৃথা হয় তো
কালী হয় আলীর বন্ধি
দোহায় আস্তিক মনির
দোহায় ত্রিলঙ্কেশ্বরের
বাক্য যদি না খাটে
দোহায় শঙ্করের মস্তক ফাটে।

নিয়মঃ মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ। যাকে নিজের বশিভুত
করবেন তার সামনে গিয়ে ২১ বার করে মোট ৩ দিন ৬৩
বার পাঠ করতে হবে।

মন্ত্রঃ নজারে নজর বন্ধি
নজার নজার নজার করা
নজারে মহন পবন জ্বলে
নজারে নজার ত্রি-জ্বলা
এক নজারে বন্ধি করলাম
অমুকের চক্ষু মস্তক
দুই নজারে বাধ্য হউক
অমুকের হৃদায়াত্মা সন্তক
তিন নজারে নয়ন হরিলাম
হরিলাম যিও আত্মা
নজারে বন্ধনা করলাম
অমুকের পরান মন সত্মা
দোহায় আলী দোহায় কালী
দোহায় হাড়ির ঝি চন্ডী
বাক্য বৃথা হয় তো
কালী হয় আলীর বন্ধি
দোহায় আস্তিক মনির
দোহায় ত্রিলঙ্কেশ্বরের
বাক্য যদি না খাটে
দোহায় শঙ্করের মস্তক ফাটে।

নিয়মঃ মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ। যাকে নিজের বশিভুত
করবেন তার সামনে গিয়ে ২১ বার করে মোট ৩ দিন ৬৩
বার পাঠ করতে হবে।

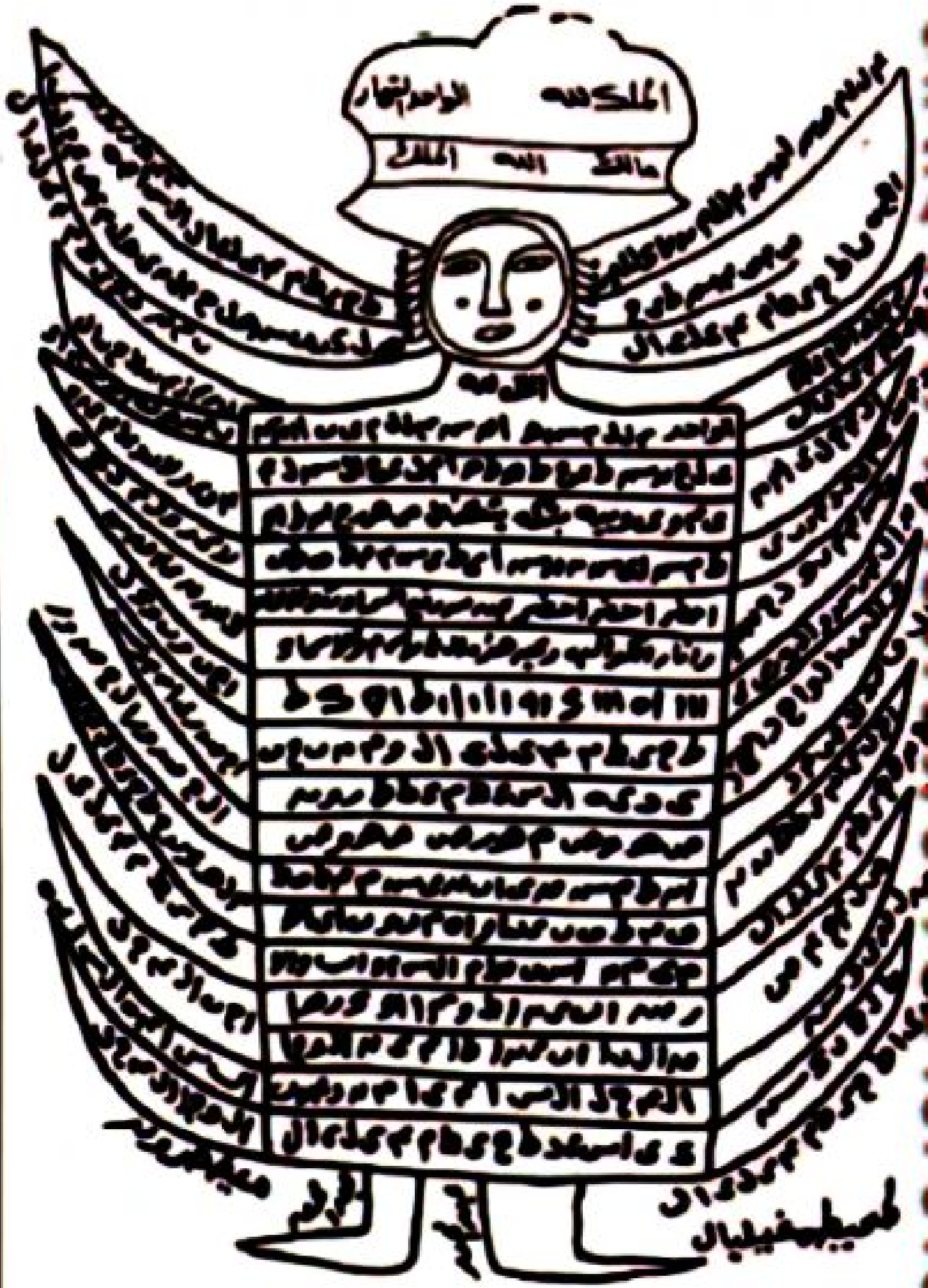

মেয়ে বশিভূত করা নাগরানীর ত্রিভূবন মুহিনী মন্ত্র

হাজার হাজার প্রেমিক এই মন্ত্রের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই মন্ত্র বিফলে যায়নি। সঠিক ভাবে মন্ত্র প্রয়োগ করতে পারলে ১০০% কাজ হবে গ্যারান্টি।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
ইন্না আতাইনা কাল কাউছার-
ফাসাল্লি বিরব্বিকা ওয়ান হার
অমুকের বেটি অমুক
বাপ-মা চৌদ্দ গুষ্ঠির ভিটা ছার
ডাইনে রাখরাম আলী
বামে রাখলাম ফাতেমার সূত
সিন বা ক্বাফ হরফের দমে-
অমুক হয় আমার বশিভূত।
নজরে পরে আল্লাহ-
কব্জারে পরে বাল্লাহ
আদম শফি উল্লাহ-
বিসমিল্লাহ মীম হা
অমুক চার চক্করে আমার-
বশিভূত হয়ে যা।
বাক্যের দাপটে ব্যক্য নড়ে-
বাক্য যদি নড়ে চড়ে
দোহাই লাগে নবির পড়দান
জাহান্নামের আগুনে
লক্ষ কোটি হাজার বার পোড়ে।

নিয়মঃ মন্ত্র ১০০১ বার পড়ে সিদ্ধি (মুখস্ত) করে নিতে হবে। তারপর পশ্চিম দিক হইয়ে বসে মন্ত্র ৭০১ বার প্রয়োগ করতে হবে।

নোটঃ ছোট-খাটো বিষয়ে মন্ত্র প্রয়োগ নিষেধ।

অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র।

মন্ত্রঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
আলি বা তা আ-
ইয়া কাফ বারা হা
কাফ আলিফের হরকত-
বীন সুয়ার বানশা।
সোয়াই কামা ঝোরা মা
কেউ যেনো না দেখে মোরে-
দেখলে মা পদ্মা হবে
রাবণের মত স্বচ্ছন্দ
তাদের থাক ইসরাফিল-
বাসে থাক মনাইসা মা
পবীর এক্ষণি পায়েস হয়ে যা
হাতের আপদে বাক্স লাড়ে
বাক্স যদি লাড়ে চড়ে-
সোয়াদ মা পদ্মার মাথা জটা
কার্তিকের পায়ে পড়ে।

নিয়মঃ মন্ত্র ১১০০ বার পাঠ করে সিদ্ধি করে নিতে হবে।
তারপর ১০৮ বার পাঠ করে প্রয়োগ করতে হবে।

মেয়ে পাগল করা। এই মন্ত্রের দ্বারা যে কোনো মেয়েকে নিজের প্রেমে পাগল করতে পারবেন।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
ইয়া মীম আইন ওয়া ইয়া
ত্রিলোকেশ্বর ত্রিনয়নের দ্বারা
অমুককে করিলাম নজর বন্ধি
অন্তরে ঝড়ুর অমুকের মায়ার ধারা
কালীদৌ কুন্ডলী বান্ধি
বন্ধনা করি অমুকের বেটির মন
সাত জন্মের বন্ধনা দিলাম
নাগেশ্বরীর ত্রিনয়ন
দোহায় কামাখ্যা মাতার
দোহায় লাগে ভৈরবী মাতার।

নিয়মঃ মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ। যে মেয়েকে পছন্দ হবে তার পায়ের নিচের মাটি সংগ্রহ করে মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করে মাটিতে ফুক দিবেন। তারপর মাটি গুলো মেয়ের মাথায় ছিটিয়ে দিতে হবে। তিন দিন।

ত্রিভুবনের যে কোনো মেয়েকে নিজের বশিভূত ক
কাল বাণ।

মন্ত্রঃ
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
পদ্মা মাতা মনাইসা দেবী
মা ফাতেমার অঙ্গ বাধি-
বিশ্ব জয়া বিশ্ব রমনী
কুরআনের বাক্য ধরনী
আলিফের উপর দম করে-
অমুকের মন করলাম চুরি
ছাড়বে সে নিজ পরিবার-
আসবে অমুক আমার বাড়ি।
অঙ্গে দিলাম মীম হরফ-
মস্তিষ্কে মারিলাম ছুড়ি
দোহাই লাগে এক্ষণি-
ছুটে আয় আমার বাড়ি-
বাক্যের দাপটে বাক্য লড়ে
বাক্য যদি লড়ে চড়ে-
দোহাই নবীর মাথা
ফাতেমার পায়ে পড়ে।

#মন্ত্রঃ মাদার মনি অন্তাগ মনি,দোহায় আজাজিল অমকের রুহ টানি,কাফ্ফাতা কুদরতে, মুহম্মদ গুরুর দোহায় অমকের জান প্রান যৌনহানী আমাকে এনেদে। আল্লার মস্তক কাল্লা ফাটে,আমার বিদ্যায় অমকের মন প্রাণ দেহ যৌন আয় ছুটে।সামনে আলী,পিছনে কালী,উত্তরে আজাজিল,বামে আল্লাজুল জালালী। অমকের মন প্রাণ আমি করলাম চুরি,পার কর মোকাররোম দোহায় তোরী।বিদ্যা যদি উল্টাখাটে,দোহায় হযরত নবী ইবরাহিম আর নবী মহম্মাদের মাথা ফাটে,লাগ আল্লার নামে লাগ,শয়তানের নামে আমার দিকে অমকের মহব্বত জাগ।।।

মনের মানুষকে নিজের প্রেমে আবদ্ধ করার বিদ্যা। এই বিদ্যা প্রয়োগে ১০০% ফল পাবেন গ্যারান্টি।

মন্ত্রঃ ওঁ নমো শঙ্করায় কাল ভৈরবায় (কাঙ্খিত ব্যক্তির নাম) কং বশ্য কারনায় গৌরী মাতায় স্বাহা। ওঁ নম নমোঃ হ্রীং ক্রীং ক্লীং কট বিকটায় ফট।

নিয়মঃ মন্ত্রটি ১০০১ বার পাঠ করে সিদ্ধি করতে হবে। তারপর দেয়ারে আগুন জালিয়ে মন্ত্রটি ৩০১ বার পাঠ করতে হবে। মোট ৭ দিন।

.....সতর্ক বার্তাঃ.

লকের জানা উচিত,, আমার নামে কয়েকজন
ইক আইডি খুলে সাধারণ মানুষের সঙে প্রতারনা
তিছে ধোকা দিতাছে। আমার মন্ত্র কপি করে
জার নামে চালাইতিছে। আপনারা এসব ভন্ড
পারের কাছে থেকে সাবধানে থাকুন। যদি কেউ
মার নামে টাকা পয়সা চায় তাহলে দিবেন না। সঠিক
দ্ধান্ত নিন। একটা সঠিক সিদ্ধান্ত আপনাকে এসব
পারদের থেকে রক্ষা করতে পারে। সাধারণত এদের
স ১৭/১৮ বছর। তাছাড়া হাজার হাজার ফেইক
ইডি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতিছে। আশা করি এদের
দে কেউ পা দিবেন না। তান্ত্রিকতা মোটেও সহজ নয়,
ন্তু এদের কথা শুনলে মনে হয় একমাত্র সেই বিশ্বের
ধ্য সর্বচ্চ তান্ত্রিক। টাকা পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য
না রকম কথার মাইর প্যাচে আপনাকে আবদ্ধ করে
ষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার দিকে আকৃষ্ট করতিছে।
নব মিষ্টি কথায় না ভুলে সঠিক ভাবে নির্ণয় নিন।

পুষ্প শুদ্ধিঃ
ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পে পুষ্পসম্ভবে ।
পুষ্পেচয়াবকীরনে ওঁ হুং ফট স্বাহা।।

কালী জপ মন্ত্রঃ
ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণ কালিকে ক্রীং ক্রীং
ক্রীং হুং হুং হুং স্বাহা ।।

কালী মুল মন্ত্রঃ
ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিনি দেবী নারায়ণী
নমস্তুতে ,মহিষাঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী আয়ুরোগয়
বিজয়ং দেহি দেবী নমস্তুতে । এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ
শ্রীমদ্দদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ

সাধনা কালে উপবাস থেকে সন্ধ্যাকালে হাল্কা ফল মুল
ভোজন করবেন । পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করবেন । অনুষ্ঠানের
আগে স্নান আবশ্যক তার পর স্বচ্ছ বস্ত্র ধারন করবে ।
আসনে কালি মূর্তি স্থাপন তার সামনে ধুপ দীপ জ্বালাবে আর
নৈবেদ্য রাখবে । সর্ব প্রথম গুরু কে স্মরণ করে কালির ধ্যান
করবে । ধ্যান করার সময় মন বশে রেখে এক দৃষ্টি কালির
দিকে তাকিয়ে থাকবেন।

অত্যন্ত ফলপ্রদ। সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে ১০০%
কাজ হবে।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
ইয়া সিন আলিফ ওয়া হা
মোহাম্মাদ পায়গম্বর রসুল
দোহায় অমুকের বেটা/বেটির
ধর পুজ্জ অজ্জ মনোগিল
রক্তের ঘলাঘলে অমুক
থাকুক আমার বস্তু হয়ে
আমি যা বলি তা করুক
আমার নিত বাধ্য হয়ে
আজ্ঞা লাগে আলীফের
ফুরকান লাগুন অমুকের
বধের বুদ্ধু হউক দোহায়
লাগে বুদ্ধু সাইশ্বরের
শ্রীদাম আজ্ঞা গুরুর পা
মা চান্ডালীনি সিদ্ধিকী করে যা
নাহলে দোহায় লাগে
কার্তিক গণেশের মস্তক খা।

শত্রুকে বাণ মারা মহা মন্ত্র। নিজের শত্রুকে প্যারালাইজড করতে বিদ্যাটি প্রয়োগ করলে ১০০% ফল পাবেন।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
সূর্য্যা চন্দ্রা চন্দ্রনী নবম
অগ্নির অষ্ঠ কট বিধর
অমুকের পরান আম্বা ধর
রক্তের খলাখলে ধরপর করে মর
শ্রী চামুন্ডায় আশুতুষ
শ্মশ্বান বাসী যজ্ঞ পিষাস
অমুকের আম্বা ধরে দে টান
হৃদপিন্ডে ছিড়ে বের হক পরান
পঞ্চ নৌয়ের নবম নামে
দেক যম অমুককে ডাক
দোহায় লাগে মঙলচন্ডীর
দেহর পরান বের হয়ে যাক
আজ্ঞা যমের যমের সত্ত্বা
পূর্বের তিথা পশ্চিমে যাস
নইলে দোহায় লাগে কঞ্জু ঋষির
ফাতেমার মস্তক খাস।

বিঃদ্রঃ নিয়মটা উন্মুক্ত করে দিলাম না। যদি কারো খুবই প্রয়োজন হয় তাহলে আমার সঙে যোগাযোগ করে নিয়ম নিতে পারেন।

দেহ রক্ষা মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা শরীর বন্ধ করলে পৃথিবীর কোন শক্তি সাধকের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
কাল্লা বন্ধ আল্লা ধর বন্ধ আলী
আমার শরীরের কোনো জায়গা নাই খালি
ডানে ঢাল বামে ঢাল
মধ্যে আলীর জুর্ফিকার
আমার শরীরে যে চড়াবে ঘাও
দোহায় মা ফাতেমার মস্তক খাও।
হক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূল উল্লাহ।

নিয়মঃ মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ। যখন শরীর বন্ধ করতে হবে তখন মন্ত্রটি ৩ বার পাঠ করে বুকে ফুক দিবেন।

আপনি কাউকে ভালোবাসেন? তাকে বিবাহ করতে চান? এই মন্ত্রের দ্বারা যেকেউ আপনার কথা মতো চলাচল করবে। যদি ভালোবাসার মানুষ আপনার কথা না শোনে, কথা মতো না চলে, যদি কাছে আসতে না চায় তাহলে বিদ্যাটি প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োগ করার ৩ দিনের মধ্যে ১০০% রেজাল্ট পাবেন গ্যারান্টি।

মন্ত্রঃ ইয়া আলি সাম নিগম্বার
শ্মশ্বানের অস্তি দিয়ে টানি
অমুকের বেটা বেটি অমুকের
পঞ্চাংশ পঞ্চের পঞ্চা অন্তর
দোহাই কালি দোহাই আলি
দোহাই লাগে মা চন্ডীর
অমুক আমার বাধ্য না হলে
কালেশ্বর হয় স্বম্ভ বধির
আমায় না দেখলে আমুকের
ধনুর বারো কুপে সঞ্জিচড়ি
অষ্ট সষ্ঠির কামের বরে
অমুকের দেহ মন আত্মা হরি
কার আজ্ঞে-
হাড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞে
কাউর কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে
শত শীতলা মায়ের আজ্ঞে

নিয়মঃ মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ। যাকে বাধ্য করতে হবে তার পায়ের নিচের ধূলা নিয়ে মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করে অভিমন্ত্রিত করতে হবে। তারপর ধুলা গুলো কোনো কবরে ফেলে দিতে হবে।

যাকে পছন্দ করেন সে পাত্রা দিচ্ছেনা? মনের মানুষকে বিবাহ করতে চান? তাহলে নিম্নোক্ত বিদ্যাটি প্রয়োগ করুন। ৩-৭ দিনের মধ্যে কাঙ্খিত ব্যক্তি আপনার বাধ্য হয়ে যাবে। আপনি যা বলবেন সে তাই করবে ১০০% গ্যারান্টি।

ব্যক্তির যা যা লাগবেঃ
১.ব্যক্তির নাম।। ২. কাজের নাম।। ৩.মায়ের নাম।।

জিনিস পত্রঃ
১.কলা পাতা, ২.সিন্দুর, ৩.মোমবাতি ৪.আগরবাতি, ৫.সরিষার তেল ৬.মাটির দেয়ালা(ঘটি)।।

মন্ত্রঃ ওয়ম নাম কাল চামুন্ডা হ্রীং ক্রীং ক্রীং অমুকং বশ্য কারনায় ভৈরব দেবায় স্বাহা।।

নিয়মঃ প্রথমে লাল মাটির দ্বারা একটি পুতুল তৈরী করতে হবে। তারপর কলাপাতার উপরে পুতুলটি রেখে সিন্দুরের দ্বারা পুতুলের গায়ে ব্যক্তির নাম, ব্যক্তির বাবা মার নাম লিখতে হবে। এবার মোমবাতি আগরবাতি জ্বালাতে হবে। সর্বশেষে উপরের মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করতে হবে। মোট ৭ দিন প্রতি বেলা। অবশ্যই মন্ত্রটি ১০০১ বার পাঠ করে সিদ্ধ করে নিতে হবে।
বিঃদ্রঃ যদি কেউ কাজ করাতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। ১০০% গ্যারান্টিসহ কাজ করে

আপনি কাউকে পছন্দ করেন.? কিন্তু সে আপনাকে পাত্তা দিচ্ছে না.? তাহলে শ্বাবরি বশিকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করে দেখুন। ৩ দিনের মধ্যে কাঙ্খিত ব্যক্তি আপনার বাধ্য হয়ে যাবে।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
অন্তন অন্তাম নজর করা
নৌরিকা নিত্তাম নজর ষরা
নাজরের নজর বন্ধন
নজারে বন্ধ অমুকের নয়ন।
ছাড় ছাড় ছাড়
তোর বাপ মার ছাড়
ছাড় ছাড় ছাড়
ঘর গৃহ স্বজন ছাড়
আমায় ছাড়িয়া যদি
অন্য কোথাও যাস
দোহায় লাগে আস্তিক
মনসার মস্তক খাস
নিয়মঃ মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ। প্রথমে ভোজ পত্রের উপর কাঙ্খিত ব্যক্তির নাম বাবা মার নাম, নিজের নাম বাবা মার নাম লিখতে হবে। তারপর মন্ত্রটি ৩১২ বার পাঠ করে ভোজ পত্রটি পুকুর বা নদীতে ভাষিয়ে দিতে হবে। মোট তিন দিন। তবে অবশ্যই কাজটি সূর্যদয়ের আগে করতে হবে ভোর বেলা।

অনেকেই আমার কাছে পঞ্চদেবর মন্ত্র চেয়েছেন। কিন্তু মূলত এখানে পঞ্চদেবের মন্ত্র হয় না। চার দেব এবং এক দেবীর মন্ত্র হয়। এই পাঁচ জনের মন্ত্রকে একত্রে পঞ্চদেবের মন্ত্র বলে। নিচে উল্লেখ করলাম। যে কোনে মন্ত্র পাঠের পূর্বে এই পাঁচ মন্ত্র ২১ বার করে জপ করলে সফলতা অবশ্যই মিলবে।

১.গণেশ ২.শিব ৩.দূর্গা ৪.বিষ্ণু ৫.

মন্ত্রঃ- ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।

মন্ত্রঃ- ওঁ নমঃ শিবায়।

মন্ত্র- ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা

মন্ত্রঃ- ও নমঃ বিষ্ণবে

মন্ত্রঃ- হ্রাং হ্রীং সঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়।

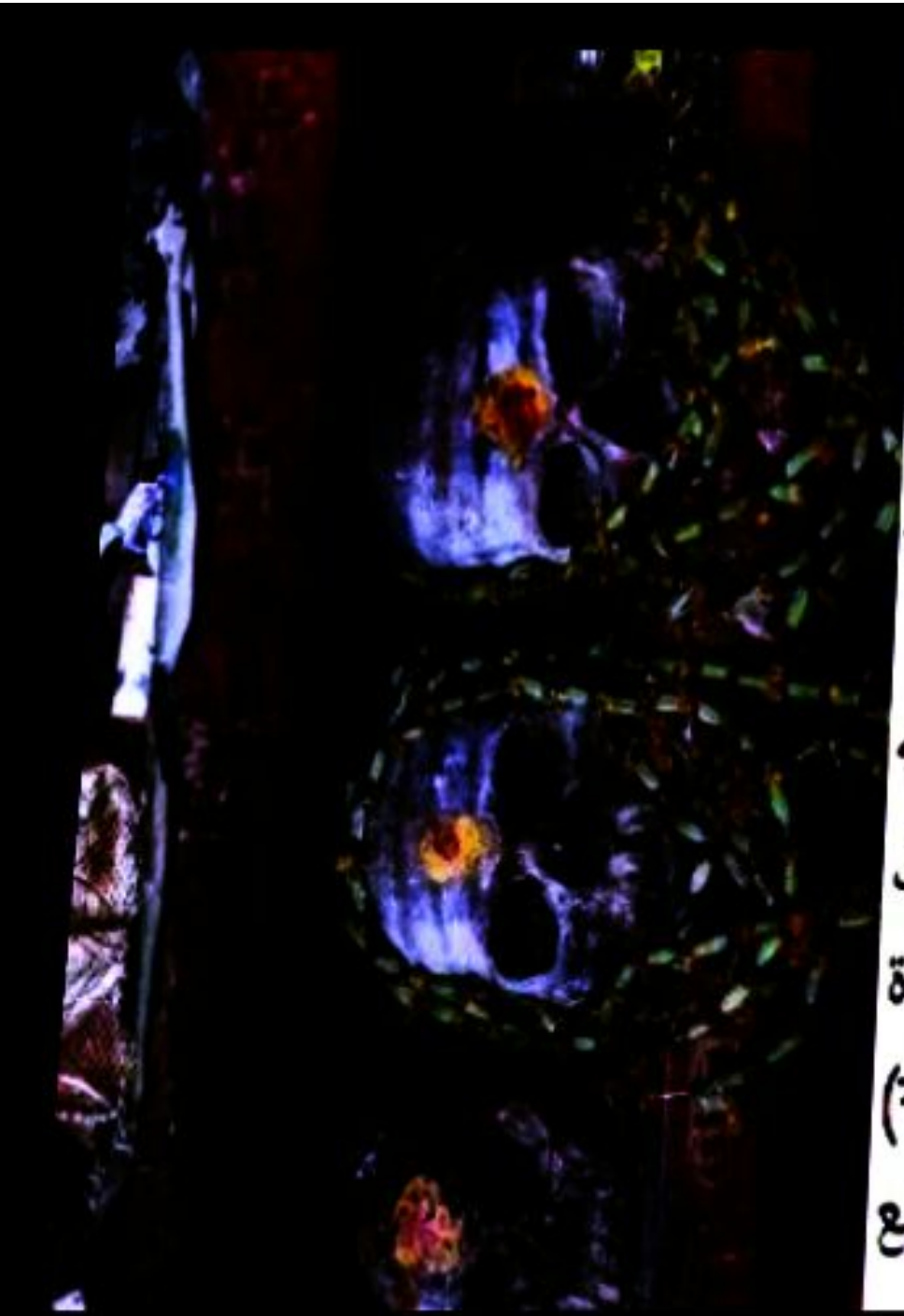

করে তাহলে তাকে প্যারালাইডজ করে বিছানায় ফেলে রাখুন। এতে করে সে মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা অনুভব করবে। সঠিক ভাবে বিদ্যাটি প্রয়োগ করলে ১০০% রেজাল্ট পাবেন মাত্র ৭ দিনের মধ্যে। বিদ্যাটি নিচে উল্লেখ করলাম। অন্যায় ভাবে কেউ কারো ক্ষতি করবেন না।

পাক এসেমঃ 0 الحجز من .الكوليني الرحيم لدينا المطاط
لهذا الشخص ، أنا أعيش في سلام لا (শক্রর নাম) .فضلك
دي اسم المتحدة(শক্রর বাবার নাম) يمكن. الأمم المتحدة
اسم. لانهائية الرحيم. لكم مجانا من (শক্রর মায়ের নাম)
هذا الطغاة أيدي لإنقاذ لي. كل نبي على محمد. أنت بالطبع

য় কিংবা ছেলেকে নিজের প্রেমে বাধ্য করণ। সরি
ব প্রয়োগ করলে ১০০% কাজ হবে গ্যারান্টি।

ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
ই ইবলিশ ইস্ফে কাফ
াযিল করে তাওনশ
ুকের বেটা/বেটি থাক
কাল আমার বশ।
ার আম্মাকে ধরি
অমুকের মন
তুই মোর বাধ্য হয়ে
তানের কৃপায় সারা জীবন
ক্যর দাপটে বাক্য লড়ে
্য যদি লড়ে চড়ে
হায় আযাযিল ইস্ফে সয়তান
ফাতেমার পায়ে পড়ে।

মঃ মন্ত্রটি ১২০০ বার পড়ে সিদ্ধি করে নিবেন।
পর যাকে বশিভুত করবেন তার ছবির উপর মন্ত্র
বার পাঠ করে ছবিটি আগুনে জ্বালাবেন তিন
।

পুরুষাঙ্গ নষ্ট করার মন্ত্র

যদি কোনো পুরুষ অবিচার করে নারীদের সম্মান হরণ কে
তবে তাকে এই মন্ত্র দ্বারা শাস্তি দিতে পারবেন। এই মন্ত্রের দ্
যে কোনো পুরুষকে ৩ দিনের মধ্যে পুরুষত্বহীন করা যায়।
সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে ১০০% কাজ হবে গ্যারান্টি।

মন্ত্রঃ
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
আগুনো দিলাম চন্দ্র-
নিগমের চন্দ্র ধুই
বাপ বেটির সহবাসের বীর্জ-
অমুকের শরীরে থুই।
সূর্যের উপর পা দিয়া-
অমুকের চন্দ্র করিলাম হরণ
লিঙ্গ দেহ ভষ্ম হয়
দোহাই লঙ্কেশ্বর রাবণ।
মায়ে দিলো পুত্রের মাংস-
বাপে হজম করে
বাক্য যদি বৃথা হয়-
সাইতানের রূপ ঈস্বর ধরে।

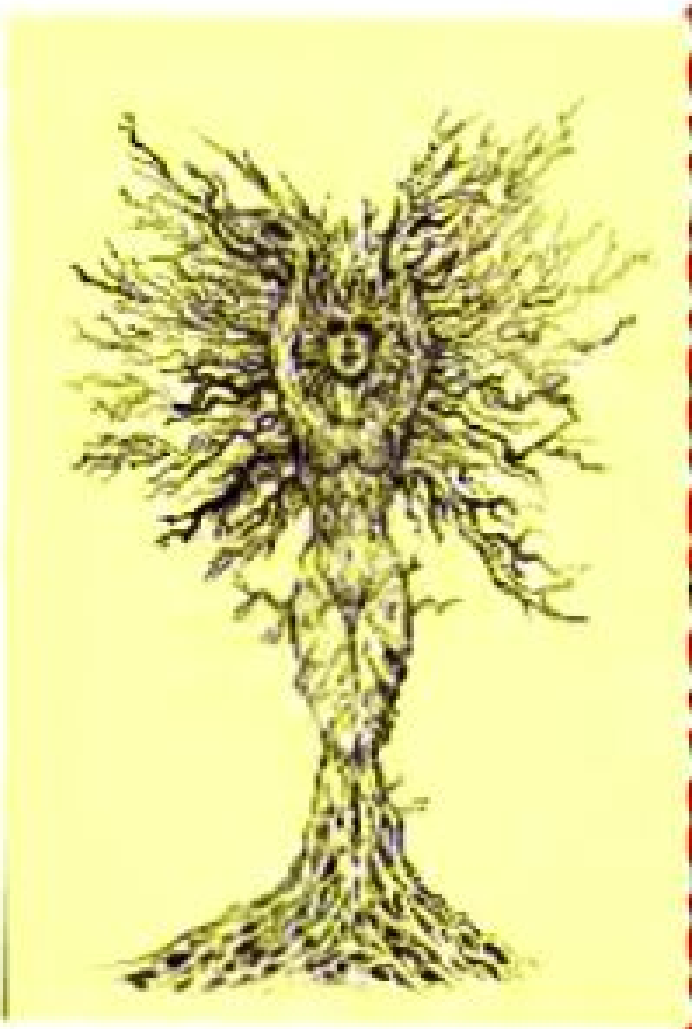

নিয়মঃ প্রথমে ১ ঘটি জল নিতে হবে। তারপর মন্ত্র ৩০১ ব
করে তিন শনিবার সূর্য উদয়ের সময় পাঠ করতে হবে। মন্ত্র
পাঠ করার পরে ঘটির জল মাটিতে ফেলতে হবে।

নোটঃ অন্যায় ভাবে কারো ক্ষতি করতে লাগলে নিজের ক্ষ
হওয়ার সম্ভবনা আছে।

র শত্রুকে পাগল (Mental) রোগী করে বিছানাতে
া রাখার বিদ্যা। সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে ১০০%
ল্ট পাবেন।

নে আযমঃ لِلّٰهِ ما في السّماواتِ وما في الأرضِ وإن
تُبدوا ما في أنفسِكُم أو تُخفوهُ يُحاسِبكُم بِهِ اللهُ فيغ
كُلِّ شيءٍ قديرٌ (শত্রুর নাম)يشاء ويعذّبُ من يشاء والل
آمنَ الرّسولُ بِما أنزِلَ إليهِ مِن ربِّهِ والمؤمِنون كُلٌّ آمنَ بالل
وملائكتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ لا نُفرِّقُ بينَ أحدٍ مِن رُسُلِهِ وقالوا
سمعنا وأطعنا غُفرانَكَ ربّنا وإليكَ المصيرُ
لا يُكلِّفُ اللهُ نفسًا إلاّ وسعَها(শত্রুর বাবার নাম) لَها ما
كسبتْ وعليها ما اكتسبتْ ربّنا لا تؤاخِذنا إن نسينا أو أخ
ربّنا ولا تحمِل(শত্রুর মায়ের নাম) علينا إصرًا كما حملتَ
على الّذينَ مِن قبلِنا ربّنا ولا تُحمِّلنا ما لا طاقةَ لنا بِهِ واعف
واغفِر لنا وارحمنا أنتَ مولانا فانصرنا على القومِ الكافِرين
ঃ উপরের আয়াত গুলো ভোজপত্রে জাফরান
দিয়ে লিখে আগুনে পোড়াতে হবে। (চিহ্নিত)
নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লিখতে হবে। মোট তিন দিন ৯
অতএব, সকাল সন্ধ্যা রাতে।

মনের মানুষকে বশিভূত করার ভদ্রানী মন্ত্র। সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ৩ দিনের মধ্যে কাঙ্খিত ব্যক্তি সাধকের বাধ্য হয়ে যাবে।

মন্ত্রঃ ওঁ শ্রী চান্ডাল বাসন্তি অমুকস্য সম্মহণায় কাল ভৈরবায় নমোঃ হ্রীং ক্রীং শ্রীং ক্লীং বশ্যমুখি রাজমুখি অগচ্ছ চৌনস্য নিস্তাং গৌরী অমুকং বশ্য কারনায় হ্রীং শ্রীং ক্রীং ক্লীং ফট্।

নিয়মঃ প্রথমে শ্মশ্বান এবং কবরের মাটি দিয়ে একটা পুতুল তৈরী করবেন। তারপর দোকান থেকে ১. রুদ্রক্ষের মালা ২. জান্ত কড়ি কিনে মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করে পুতুলের মধ্যে ঢুকে দিবেন। এবার পুতুলটি কাঙ্খিত ব্যক্তির বাসাতে পুতে দিতে হবে।

বিনাশ করার বিদ্যা। যদি শত্রুর কারণে বেঁচে থাকা য়ে পড়ে তাহলে সেই শত্রুকে এই বিদ্যার দ্বারা ফেলা সম্ভব। তবে অবশ্যই অন্যায় ভাবে কারো করবেন না।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
ইন্না ওয়াল কুল সায়তান
মন অমুকের স্ব-পরান
য় আযাযিল দোহায় ফুরকান
রাম ইয়া ধর অমুকে পরান
ধর কসে বামে যাক ধসে
াম আলিফ বন্ধ কর
কর স্বারর আর মুখ
ভরে যাক অমুকে বুক
র পশ্চা কামাখ্যানীনি নড়
র অলীর পির পায়গম্বর
য় লাগে মার অমুককে
দা কর গলা থেকে ধর
য আজ্ঞা গুরুর পা
কা চন্ডী সিদ্দিকী করে যা
ল পঞ্চ মস্তকধারী
বের মাথা খা দোহায় মা পদ্ম

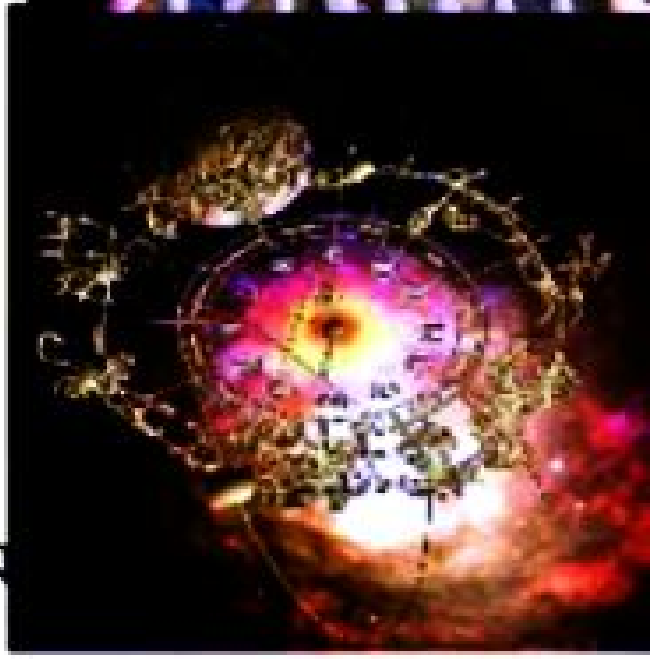

ঃ মন্ত্রটি প্রথমে ৭০১ বার পাঠ করে সিদ্ধি করে য। তারপর শত্রুর কাপড়ের দ্বারা পুতুল তৈরী করে ৫০১ বার পাঠ করে ফুক দিবেন। এবার পুতুলটি ত পুড়িয়ে ফেলবেন।

কুফুরি আয়মে পাকঃ يا رب الجنود ، رب الجنود ، الله هو أقسم .(শত্রুর নাম) الواقع الوحيد. أدعو لك أن تدمر عدوي أن الأم فاطمة تقتل عدوي. خذ الدم من وجه العدو وأعطيه هو اسم الأم (শত্রুর বাবার নাম) الموت. اسم والد العدو (শত্রুর মায়ের নাম). رزقي محظور. تنقذني وتدمر عدوي. النبي محمد في مصطفى محمد مصطفى.

নিয়মঃ উপরের আয়মটি ভোজপত্রে লিখে আগুনে পোড়াতে হবে। তিন দিন তিন রাত মোট ৬ বার। অবশ্যই বিদ্যাটি মঙলবারে সূর্য উদয়ের সময় শুরু করতে হবে।

তানে দ্বিলহ্বাক বশিকরণ। এই এই বিদ্যা এতোটায়
ক এবং দ্রুত ফলপ্রদ যা কল্পনার বাহিরে। এটার
া যে কাউকে কয়েক মুহূর্তে নিজের বাধ্য করা সম্ভব
০% গ্যারান্টি।

ঃ ওঁহম নম নমোঃ ভৈরবী দেবীয়ায় নমস্তিতাং (ছেলে
ময়ের নাম) ওঁহম রুদ্রা কাল চামুন্ডায় হ্রীং ক্রীং ক্লীং
াঃ ওঁ নম নমোঃ নমস্তিতাং (দু'জনের মায়ের নাম)
চ্চাং বশ্য গৌরী দেবীয়ায় কারনায় নমো, ওঁ শ্রীং হ্রীং
ক্লীং কট বিকটায় ফট। ওঁ নমো শ্রী গৌরী (দু'জনের
ার নাম) বশ্য বশ্য বশ্য কারনায় কালেশ্বরী দেবীয়ায়
া।

মঃ প্রথমে এই মন্ত্র শনিবার রাতে মুখস্ত করে নিতে
। তারপর যাকে বশিভূত করবেন তার সামনে গিয়ে
টি ২১ দফা পাঠ করতে হবে। তবে অবশ্যই ১.ঈশ্বর
২.সাদা লজ্জাবতীর গাছের কিছু অংশ নিজের
হ রেখে মন্ত্রটি প্রয়োগ করতে হবে।

জ্বীন সাধনা সহজ এবং দ্রুত ফলপ্রদ। সঠিক ভাবে সাধনা করতে পারলে অবশ্যই ফল পাবেন।
যে কোনো শনিবার রাত থেকে মোট ৪১ দিন পর্যন্ত সাধনা করতে হবে। প্রতিদিন রাতে ১০০১ বার করে এই সোয়াটিপাঠ করতে হবে। এতে ৪১ দিনের দিন জ্বীন সাধকের বাধ্য হবে ১০০% গ্যারান্টি।
সোয়াঃ

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا

বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি;

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا

যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না।

وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত।

وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا

অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে এরে না।

মহা বশিকরণ। পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তিকে নিজের ভালোবাসায় আবদ্ধ করতে বিদ্যাটি অত্যান্তই ফলপ্রদ। সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে ফল সু-নিশ্চিত ১০০% গ্যারান্টি।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
পবনের পঞ্চ বায়ু মৌক্কার
ছত্রিশ শেকড় আট মোকাম
অমুকের বেটা/বেটির ধরে শ্রীধাম
আমার কাছে টেনে আন
বত্রিশ নাড়ি সাতশ লোকে
অমুক আমায় ছেড়ে না যায় সরে
আমায় না দেখলে অমুকের
হৃদায়াস্থার আস্থা ধরফর করে
পবনের পঞ্চ বায়ু মায়া ধরুক
অমুকে হৃদায়াস্থা জ্বলে পুরে মর
আমায় না দেখিলে অমুকের
মনোসিরের জাল গড়ে পড়ুক
ছাড় ছাড় ছাড়
অমুক তোর পিতা মাতা ছাড়া
ছাড়া ছাড়া ছাড়
অমুক তোর ঘর ভিটা ছাড়
শ্রীদাম আজ্ঞা গুরুর পা
কালিকা চন্ডী সিদ্দিকী করে যা
না হলে দোহায় লাগে
ভোলা মহেশ্বরের মস্তক খা।

নিয়মঃ মন্ত্রটি ভালো করে মুখস্ত করে নিবেন। তারপর

>>সাবধান ভন্ড তান্ত্রিক বা কবিরাজ থেকে<<

প্রিয়ো ভিজিটরগণ অনলাইনে বর্তমানে কিছু অসা
ব্যক্তি বিভিন্ন নামে আইডি খুলে প্রতারনা শুরু করে
ভুক্তভোগী রোগীদের সরলাতার সুযোগ নিয়ে বিভি
কলা কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা পয়সা। কাজ ক
দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার পর কোনো
যোগাযোগ করেনা তারা। এরকম কয়েকজন
প্রতারকের সাথে আমার কথাও হয়েছে। মুলত তার
তান্ত্রিক শব্দের অর্থই জানেনা। কোন কাজ কীভাবে
কখন কোন লগ্নে করতে হয় এই বিষয়েও তেমন ধা
নেই। ভাবতেই অবাক লাগে প্রত্যেকের বয়স ১৭ থে
২০ এর মধ্যে। এসব প্রতারক থেকে দুরে থাকুন।
পরিশেষে সকালকে একটায় কথা বলবো যাচাই ক
পর টাকা পয়সা লেন-দেন করবেন। উক্ত বিষয় থে
সতর্ক থাকুন অন্যকে সতর্ক করুন। ধন্যবাদ।

প্রেম ভালোবাসায় সফলতার বিদ্যা। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার মন পছন্দ ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে তা হয়ে উঠেনা। ছেলে যাকে পছন্দ করে মেয়ে তাকে পছন্দ করেনা, অথবা মেয়ে যে ছেলেকে পছন্দ করে ছেলে তাকে করেনা। এমন অবস্থায় আজ একটা বিদ্যা শিখিয়ে দিবো যার দ্বারা আপনার পছন্দের মানুষ আপনার কথা মতো চলাচল করবে। আপনি যা বলবেন সে তাই শুনবে। অনুগ্রহপূর্বক এই বিদ্যাটি কেউ খারাপ কাজে ব্যবহার করবেন না। সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে ১০০% রেজাল্ট পাবেন গ্যারান্টি।

সোয়াঃ 0 المطلق تنويم لانهائية اللطف. سعوك تفاصيل كل الناس لا يزال على قيد الحياة. إذا كنت تريد يوم إلى الليل و الليل إلى النهار ، يمكن تحويلها. لك كل من يفكر الناس في الحب ، بسبب قدم. أنا أحب بلدي الناس ، يشعر كل الحب يتزايد يوما. بالطبع, كنت الرحمة.

পুরুষাঙ্গ নষ্ট করার মন্ত্র

যদি কোনো পুরুষ অবিচার করে নারীদের সম্মান হরণ করে তবে তাকে এই মন্ত্র দ্বারা শাস্তি দিতে পারবেন। এই মন্ত্রের দ্বার যে কোনো পুরুষকে ৩ দিনের মধ্যে পুরুষত্বহীন করা যায়। সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে ১০০% কাজ হবে গ্যারান্টি।

মন্ত্রঃ
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
আগুনো দিলাম চন্দ্র-
নিগমের চন্দ্র ধুই
বাপ বেটির সহবাসের বীর্জ-
অমুকের শরীরে থুই।
সূর্যের উপর পা দিয়া-
অমুকের চন্দ্র করিলাম হরণ
লিঙ্গ দেহ ভষ্ম হয়
দোহাই লঙ্কেশ্বর রাবণ।
মায়ে দিলো পুত্রের মাংস-
বাপে হজম করে
বাক্য যদি বৃথা হয়-
সাইতানের রূপ ঈশ্বর ধরে।

নিয়মঃ প্রথমে ১ ঘটি জল নিতে হবে। তারপর মন্ত্র ৩০১ বার করে তিন শনিবার সূর্য উদয়ের সময় পাঠ করতে হবে। মন্ত্র পাঠ করার পরে ঘটির জল মাটিতে ফেলতে হবে।

নোটঃ অন্যায় ভাবে কারো ক্ষতি করতে লাগলে নিজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা আছে।

সর্বজন বশিকরণ মন্ত্র।যাকে পছন্দ করেন সে যদি আপনাকে পাত্তা না দেয় তাহলে বিদ্যাটি প্রয়োগ করতে পারেন। বিদ্যাটি প্রয়োগের ফলে কাঙ্খিত ব্যক্তি আপনার বশিভুত (বাধ্য) হয়ে যাবে। আপনি যা বলবেন সে তাই শুনবে। সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে ১০০% ফল পাবেন গ্যারান্টি।

মন্ত্রঃ হিজুল ইন্দ্র কাম তম্বর
বিজুলে কাট স্ব জলেশ্বর
হ্রীং ক্রীং গৌর নিতেশ্বর
অমুকের আত্মা টেনে ধর
হিজুলে পাকের সর্বাঙ্গ
গৌর ভৈরব গুরুর টানে
অমুকের বেটা/বেটির আত্মা
আমার পদতলে আনে
আমায় না দেখলে অমুকের
দেহ মন আত্মা ছটফট করে
কুন্ডুলীর বারো চক্রের তিথা দিলাম
অমুকের মস্তকের উপরে
শ্রীদাম কামাখ্যা মায়ের বলে
অমুক আমার কাছে আয় চলে
হ্রীং ক্রীং ক্লীং ক্লীং হুং ক্রীং হ্রীং ফট।

নিয়মঃ মন্ত্রটি তেমাথা রাস্তায় বসে মুখস্থ করে নিবেন। তারপর কাঙ্খিত ব্যক্তির সামনে গিয়ে মন্ত্রটি ২১ বার পাঠ করতে হবে(মনে মনে)।

বিঃদ্রঃ দয়াকরে কেউ খারাপ উদ্দেশ্যে মন্ত্রটি প্রয়োগ করবেন না।

শত্রুকে বাণ মারা মহা মন্ত্র। নিজের শত্রুকে প্যারালাইজড করতে বিদ্যাটি প্রয়োগ করলে ১০০% ফল পাবেন।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
সূর্য্যা চন্দ্রা চন্দ্রনী নবম
অগ্নির অষ্ঠ কট বিধর
অমুকের পরান আম্বা ধর
রক্তের খলাখলে ধরপর করে মর
শ্রী চামুন্ডায় আশুতুষ
শ্মশ্বান বাসী যজ্ঞ পিষাস
অমুকের আম্বা ধরে দে টান
হৃদপিন্ডে ছিড়ে বের হক পরান
পঞ্চ নৌয়ের নবম নামে
দেক যম অমুককে ডাক
দোহায় লাগে মঙলচন্ডীর
দেহর পরান বের হয়ে যাক
আজ্ঞা যমের যমের সত্ত্বা
পূর্বের তিথা পশ্চিমে যাস
নইলে দোহায় লাগে কঞ্জু ঋষির
ফাতেমার মস্তক খাস।

বিঃদ্রঃ নিয়মটা উন্মুক্ত করে দিলাম না। যদি কারো খুবই প্রয়োজন হয় তাহলে আমার সঙে যোগাযোগ করে নিয়ম নিতে পারেন।

স্বামী বশীকরণ সিন্দুর পড়া। সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে অবশ্যই নিজের স্বামীকে নিজের ব্যধ্য করতে পারবেন ১০০% গ্যারান্টি।

মন্ত্রঃ সিদুঁর সিদুঁর সিদুঁর পাতি
কামাখ্যা পর্বতে তোমার উতপতি
আমার এই সিদুঁর পড়া
অমুকের কপালে দিয়ে ফোটা
অমুক হয় বোকা পাঠা
হর সিদ্ধান্ত গুরুর পা
কামরুপে কামাখ্যা মা
কা আজ্ঞে??
কাউরের কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে হাড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞে
আমার এই সিদুঁর পড়া যদি লড়ে
ঈশ্বর মহাদেব পঞ্চননের বাম পদে ঠেকে!!

নিয়মঃ প্রথমে উপরোক্ত মন্ত্রটি মুখস্ত করতে হবে। তারপর রক্ত চন্দন কাঠের উপর সামান্য সিন্দুর রেখে মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করে সেই সিদুঁর দ্বারা নিজের কপালে তিলক ধারন করতে হবে।

কামেশ্বরী যোগিনী সাধন।

নিয়মঃ নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক পূর্বোক্ত নিয়মে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করে মধ্যে --"ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরী স্বাহা"-- মন্ত্রটি লিখিয়া যথারীতি পূজাপদ্ধতি ক্রমে কার্য্য করে --"ওঁ হ্রীং কামেশ্বরী স্বাহা"-- মন্ত্রে প্রাণায়াম এবং --"ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠা ভ্যাং নমঃ"-- ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গ ন্যাস পূর্বক ঘৃত ও মধু সহযোগে জ্বালিয়ে পীঠ দেবতাগণের পূজা করে পুনর্বার --"হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ"-- মন্ত্রে করঙ্গন্যাস পূর্বক দেবীর ধ্যান করিবে।
ধ্যানঃ- --"ওঁ কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং খেলৎ খঞ্জস লোচনাম্।--

সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখীম্।।"

ধ্যানান্তে --"ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরী"-- ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবীর আবাহন পূর্বক পুনরায় ধ্যান করে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করবে। ভুর্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করবে অথবা যন্ত্র অঙ্কিত করবে। পূজা শেষে রাত্রিকালে শয্যায় বসে মন্ত্রটি এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন ১০০৮ বার জপ করবে। অষ্টমদিনে যথাবিধি রাত্রিকালে দেবীর পূজা সমাপন করে নিম্ন লিখিত জপ মন্ত্র শয্যায় বসিয়া জপ করিতে থাকিবে।

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরী স্বাহা।"

Made wit

و اگر سردی نخواهد زیر اینکرد اگر سردی نخواهد زن بد و مرد با هم نکند

۳۱ لوح باید نقش نماید از دیو سلیمانی سردی از سردان بگیرد راه چاه

عمیق و یکدرا در روشناه و یکدرا در بیابان لوث و ۳۲ عدد دیگر را

مسعد بگیرد آب زده سر راه آمد و زن باشد بزند بهم میخورد

মুহিনী সাধনা। এই সাধনার দ্বারা মুহিনীকে নিজের বশিভূত করে ইচ্ছা অনুসারে কাজ করানো সম্ভব।

মন্ত্রঃ "শ্রীং হ্রীং ক্লীং এং সৌঃ ঊং হ্রীং শ্রীং কএইলহ্রীং হসকহলহ্রীং সংকলহ্রীং সৌঃ এং ক্লীং হ্রীং শ্রীং।

নিয়মঃ প্রথমত সাধক কে অবশ্যই তান্ত্রিক আচার অনুসরণ করতে হবে। তারপর যে কোনো শনিবার রাতে দ্বি-প্রহরে একা একটা রুমে আসন পেতে বসতে হবে। আসনে অবশ্যই সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। এবর প্রতি দিন মন্ত্রটি ১০০১ বার করে পাঠ করতে হবে। মোট ২১ দিন।

ছেলে/মেয়ে বশি ভূত করা ফুল পড়া। এই বিদ্যা সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে অবশ্যই ভাল ফল পাওয়া যাবে। প্রথমে এমন এক ফুল সংগ্রহ করতে হবে যা সম্পূর্ণ রূপেই কালো বর্ণের। তারপর ১১ বার দরূদ শরীফ ১১ বার পাঠ করে নিম্নের দোয়া ২১ বার পাঠ করতে হবে। আবার ১১ বার দরূদ শরীফ ১১ বার পাঠ করে ফুলের উপর ৩ টা ফুঁক দিতে হবে। তারপর ফুলটা নিজের বাম বগলের নিচে রেখে ঘুমিয়ে যেতে হবে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফুল থেকে সামান্য ফুলের রস সংগ্রহ করে গোলাপ জলের সঙে মিক্স করতে হবে। মিক্সকৃত জল কাঙ্খিত ব্যক্তির শরীরে সামান্য পরিমাণ ছিটিয়ে দিতে সক্ষম হলেই সে সাধকের একান্তই বশিভূত হবে।
দোয়াঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হামদু-লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা-হাওলা ওয়ালাক্কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়িল আযীম, রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসনাতাও, ওয়াফিল আখেরাতে হাসনাতাও, ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।।
নোটঃ অনেক কষ্ট করে লিখেছি। দয়াকরে কেউ কপি করবেন না। কাজের জন্য অনুমতি নিতে হবে।

যেকোনো মেয়েকে বশিভুত করে বিয়ে করার জন্য এই বিদ্যা অত্যন্ত ফলপ্রদ। এই বিদ্যা প্রয়োগের ফলে কঠর থেকে কঠির মনের মানুষকেও গলানো সম্ভব। এই বিদ্যার অর্ধ দিয়ে চোর ধরারও কাজ করা হয়ে থাকে।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
চৌন্য বিষম্বম হস্বম
অমুকের আম্মা কর নিস্বম
আকাশ কী মাটি
শবর কী কথাটি
শরব গুরু কং মন্ত্র ভর
অমুক কী টিকি ধর
হ্রীং ক্রীং তৌসা সার
অমুকটি কাপ এবার
হ্রীং শ্রীং হৈ সর
অমুক কী দেওয়ানা কর
অং শ্রীং হৈ ঠঃ ঠঃ ঠঃ
বাক্য সাচা ফুরো মন্ত্র
ঈশ্বর বাচা ওঁ নমোঃ নমোঃ
প্রয়োগঃ মন্ত্রটি ভালো করে মুখস্ত করে নিতে হবে। যাকে বশিভূত করতে চান তার দিকে হয়ে মন্ত্রটি ২১ বার জপ করতে হবে। মোট ৩ দিন।

Made with KINEMASTER

শ্মশ্বান ও কবরের মাটি ছেটানোর মাধ্যমে পুরুষ/নারী বশিভূত। প্রয়োগে অব্যর্থ বিদ্যাটি অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং ১০০% কার্যকরি।

মন্ত্রঃ ওঁ নমো কামেখ্যাদেবী অমুকী মে বশমানায় স্বাহা।।

বিধিঃ উপরোক্ত মন্ত্রটির প্রয়োগ করা হয় যখন কোন নারীকে খাওয়ানো সম্ভব হয় না তখন তার অলখ্যে শরীরে শ্মশ্বান ও কবরের মাটি মন্ত্রপুত করে কাঙ্খিত ব্যক্তির শরীরে সামান্য কিছু মাটি ছিটটিয়ে দিলে অনায়াসে বশিভূত হবে। মন্ত্রটা আগে সিদ্ধি করে নিতে হবে তারপর ১০৮ বার পাঠ পূর্বক প্রয়োগ করতে হবে।

প্রিয়ো ভিজিটরগণ আপনারা প্রায় সকলেই জানেন আমার কাজ কখনো মিস যায় না ১০০% রেজাল্ট হয়। এর একটায় কারণ আমি অধিকাংশ কাজই মাতা মনসা, পায়গম্বর পীর, মাতা কালী, মাতা জলেশ্বরী, মাতা ভৈরবী, জিন্দা মাদার, মীম হরফের জ্বীন-পরির দ্বারা অষ্টসিদ্ধির মাধ্যমে কাজ করে থাকি। কাজেই অষ্টসিদ্ধির দ্বারা কাজ করার কারণে প্রত্যেক কাজের জন্য বিভিন্ন জিনিসের (ঔষুধ, গাছগাছড়া) প্রয়োজন হয়। আমার কাছে কেউ মাগনা কাজ করে নিতে আসবেন না। নিজের পকেট থেকে জিনিস কিনে কাজ করানো সম্ভব নয়। অতএব, যদি আপনারা নিজেদের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান পেতে চান তাহলে জিনিস কিনে আমার কাছে পাঠাতে হবে অন্যথায় জিনিসের দাম দিতে হয়। তবেই ১০০% গ্যারান্টিসহ কাজ পরিপূর্ণ ভাবে করে দিবো এবং প্রত্যেক কাজের রেজাল্ট পাবেন গ্যারান্টি।

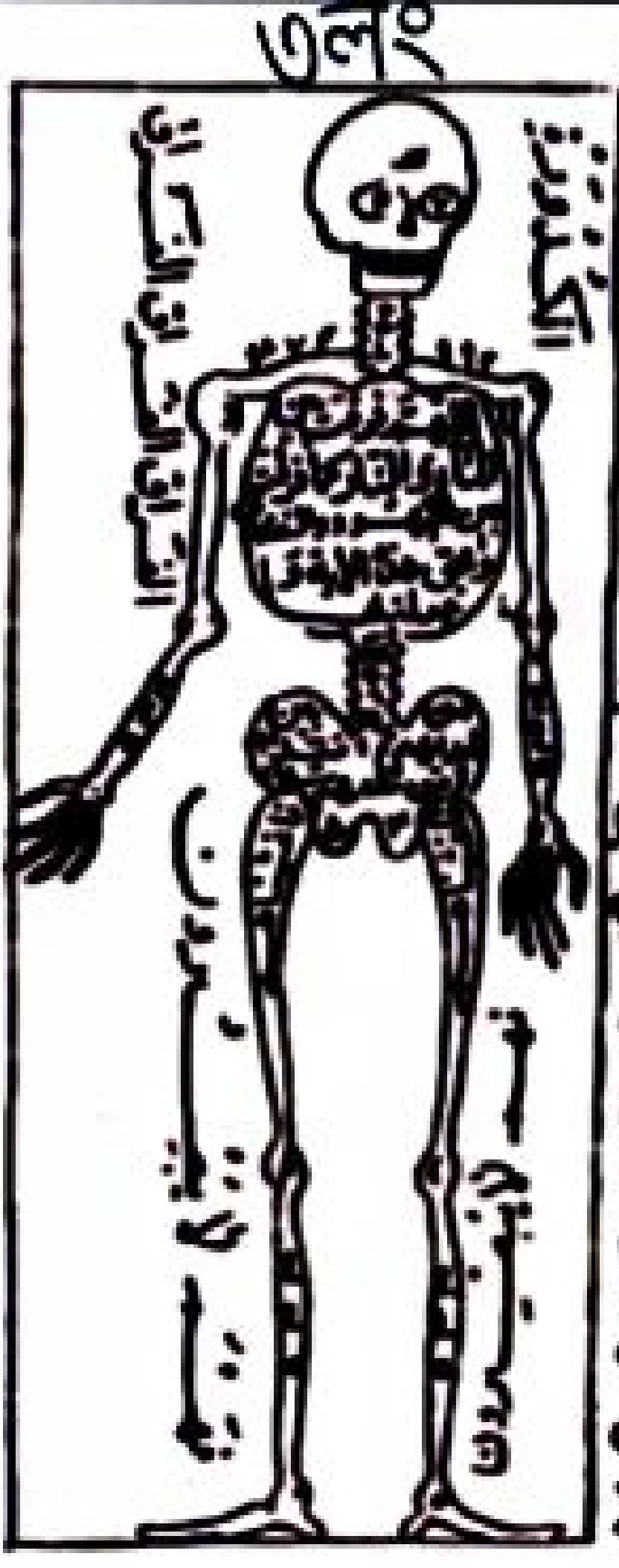

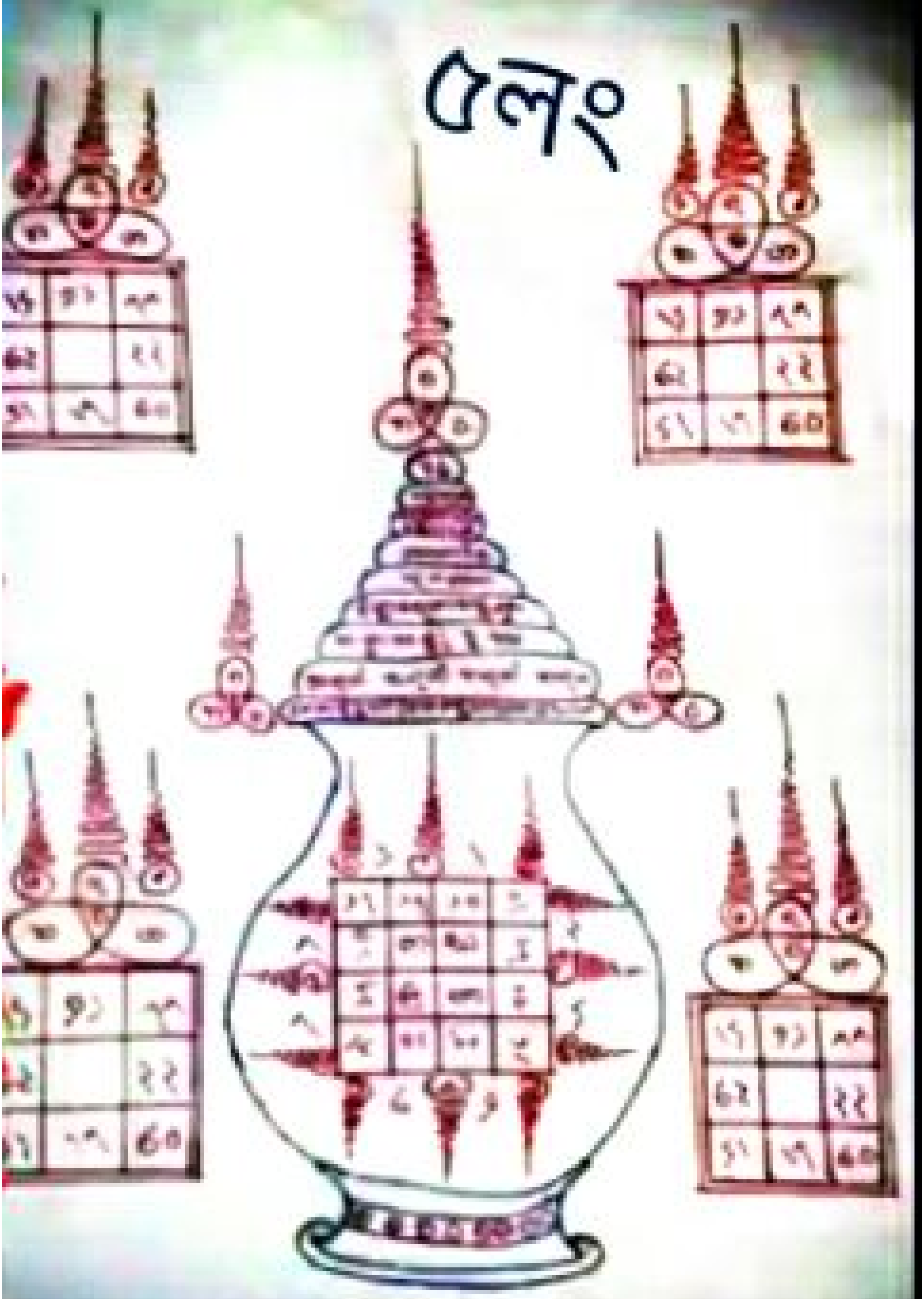
৫৭৫

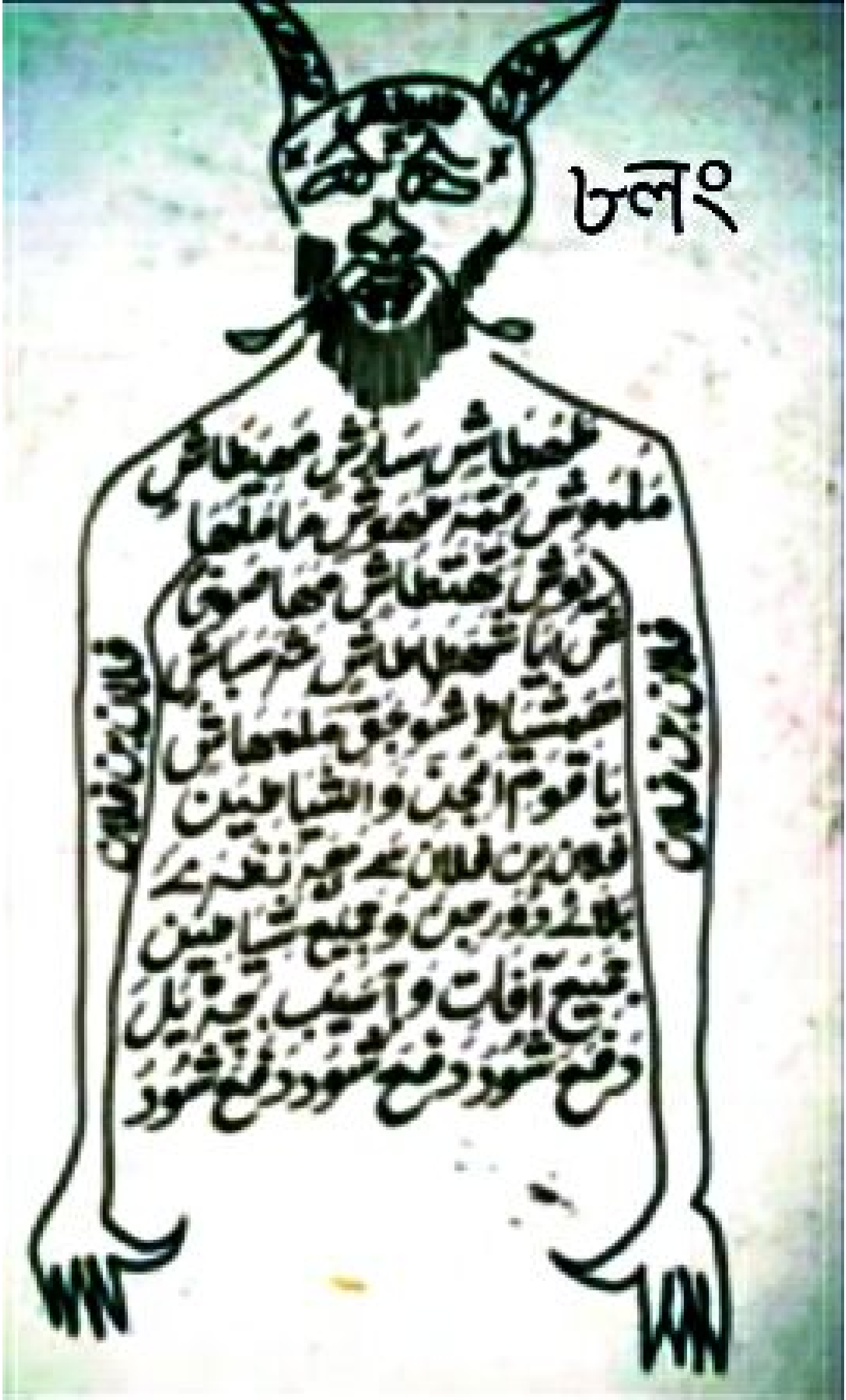
৮৭৫

৯৭৫

মহিলাকে পাগল করা।

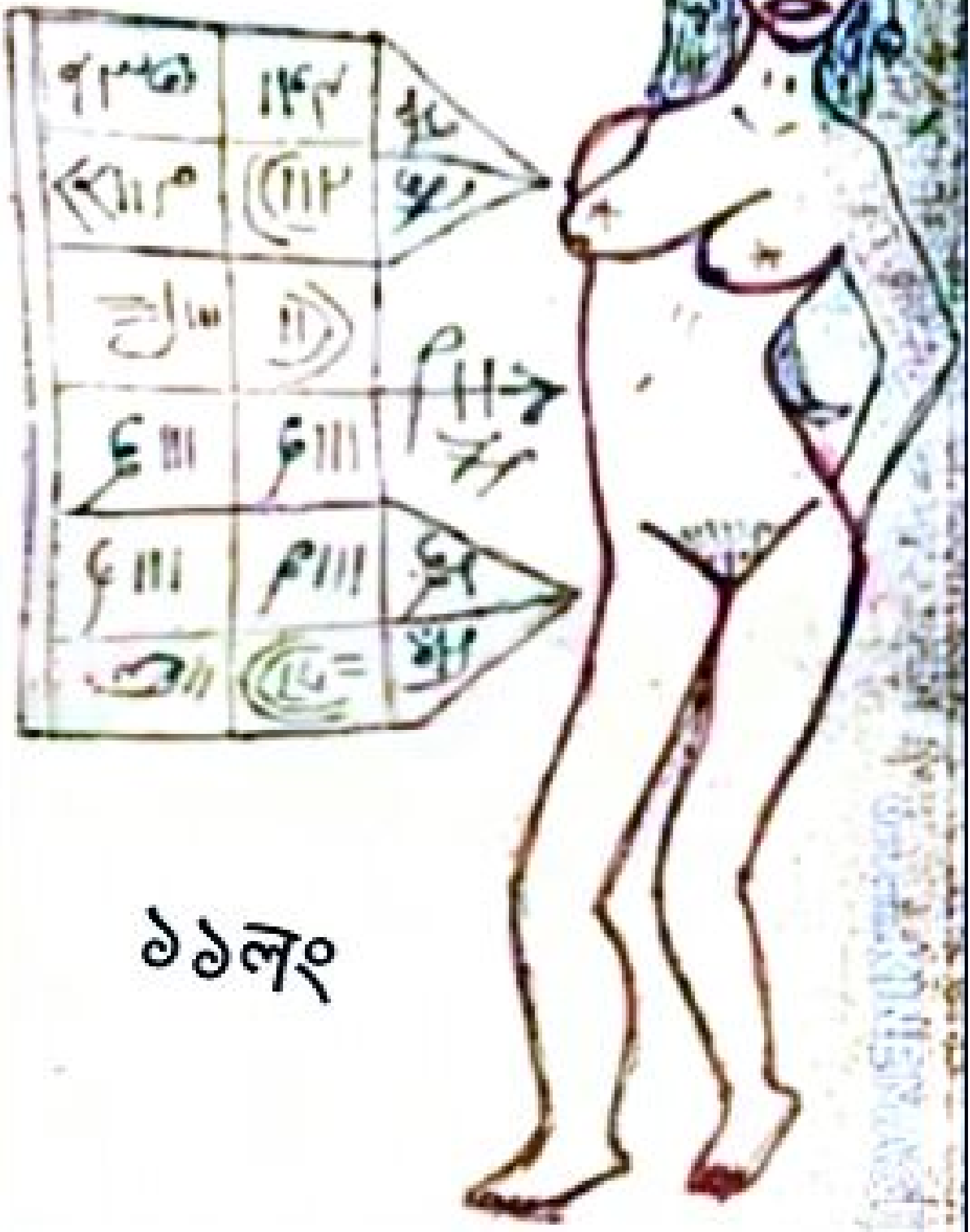

১১৯০

১৩৭৫

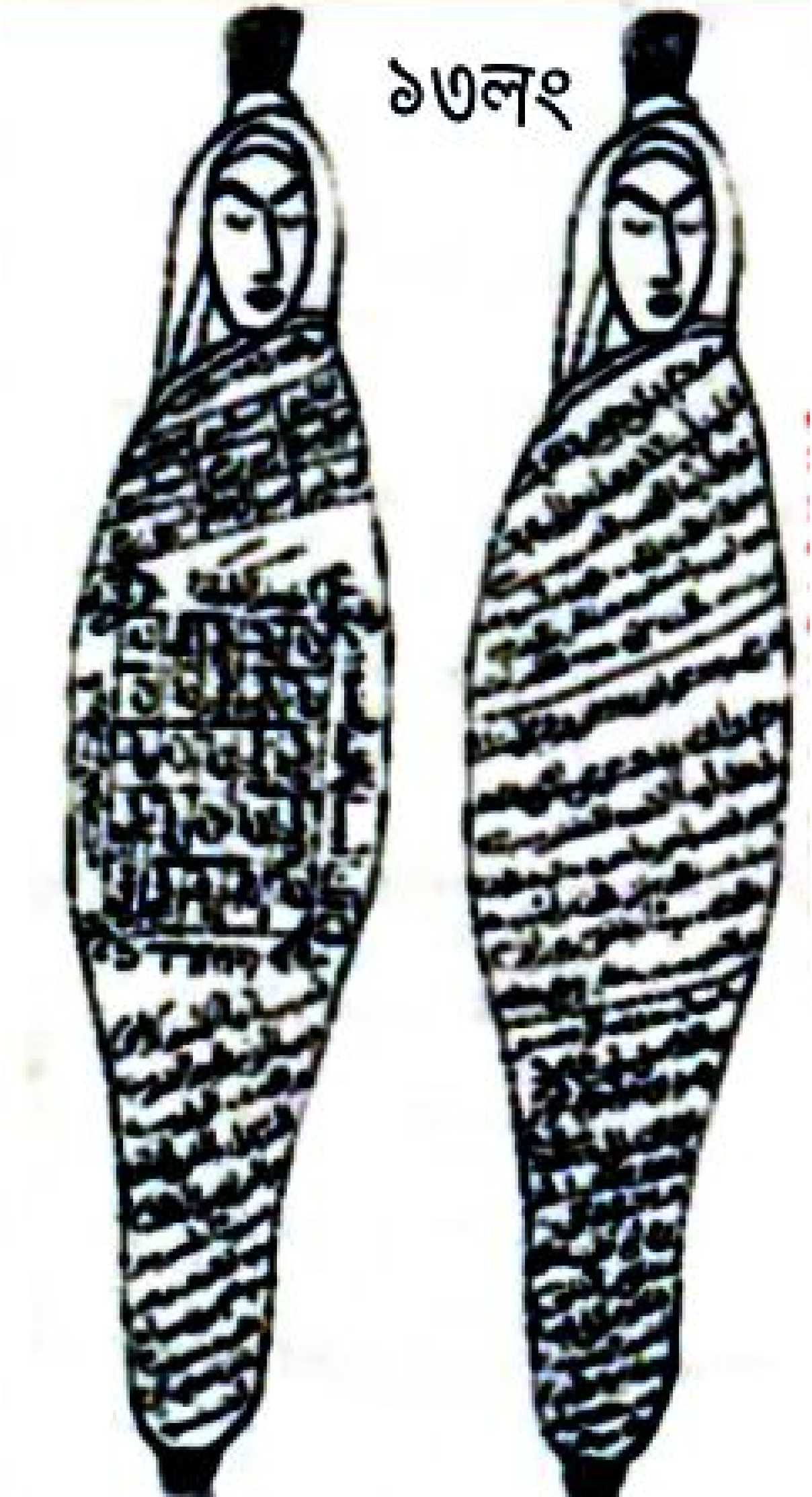

১৭নং

৮	২	১০
৯	৭	৫
৩	১২	৬

شمہورش
الاحم
برقان
ہاروت
ماروت
شداد
سامان
ہامان
نمرود
قارون
سیمون
ملیخون
بخیس
کوتوال
مقرر
کردم
ہر چہ
سیب
دیو
بھوت
چڑیل
خبیث
جادو
نظر
بد
ہر بلا در
وجود
فلاں
بن
فلاں
علیقا
سلیقا
ظلیقا
فرعون
ملعون
ہامان
ملعون
نمرود
ملعون
شداد
ملعون
قارون
ملعون
دجال
ملعون
ابلیس
ملعون
یاجوج
ملعون
ماجوج

nskanner

২১নং

২৩৮৫০

শত্রু নাম

পিতার

নাম

মন্ত্রঃ ওঁহম রক্ত চামুন্ডায় অমুকাস্য ভষ্ম কারনায় স্বাহা।
ওঁহম হ্রীং ক্রীং অমঙ্গলায় ভদ্রকালীয়ায় নমোঃ
ওঁহম অমুকস্য সর্বা রক্তায় কাল চামুন্ডায় পূর্ননাম
বিনাষায় কারনায় হ্রীং শ্রীং হৈ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ফট্।

নিয়মঃ প্রথমে একটা বাশের আঁশ দিয়ে তীর ও ধনুক তৈরী করতে হবে। তারপর শ্মশ্বান ও কব্বরস্থানের মাাটি দিয়ে একটা পুতুল তৈরী করতে হবে। মনে রাখবে পুতুলের থেকে তীর ধনুক অবশ্যই ২ গুণ বড় হতে হবে। এবার নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাপড়ের কোনো অংশের দ্বারা পুতুলের জামা তৈরী করতে হবে। পুতুলকে তৈরীকৃত জামাটি পড়াতে হবে। বাজার থেকে ১.সিন্দুর ২.গোলাপজল ৩.আগড়বাতি ৪.ধুপ ৫.ধুপতী ৬.এক জোড়া কবুতর ৭.দেয়ার ৮.সরিষার তেল ক্রয় করতে হবে। এবার পুতুলের পুরো শরীরে সিন্দুর মাখাতে হবে। ধূপ আগড়বাতি জ্বালাতে হবে। কবুতর দুটি একটানে ছিড়ে তার রক্ত পুতুলের মাথায় ও বুকে মাখাতে হবে। সর্ব শেষে দেয়ার জ্বালাতে হবে সরিষার তেল দিয়ে। এবার মন্ত্রটি ১০০১ বার পাঠ করতে হবে। মন্ত্র পাঠ হয়ে গেলে উত্তর দক্ষিণ অবস্থায় পুতুল রাখতে হবে। এবার এক ঘট জল নিয়ে মন্ত্রটি আবার ৭ বার পাঠ করে জলে ৩ টা ফুঁক দিতে হবে। তারপর ঘটের মুখ সাল কাপড় দ্বারা বাঁধতে হবে। বাঁধা শেষে দেড় হাত দুর থেকে পুতুলের শরীরে তীর ধনুকের দ্বারা আঘাত করতে হবে। এমন করলে নির্দিষ্ট ব্যক্তি গুরুতর অবস্থায় মৃত্য বরণ

জ্বীন সাধনা। আজ আপনাদের সহজ একটা জ্বীন সাধনা শিখাবো। সবাই চেষ্টা করতে পারেন। আশাকরি উপকৃত হবেন।

মন্ত্রঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
আছমানে সুলেমান চন্ডাল কুন্ডাল,
জিন আখফান আমার বশে আন।
জুল জাল মহা ইন্দ্রজাল।
আমার বাক্য ঠেলেনা জিন আখফান মহাকাল।
সুলেমান নবী আল্লার বাক্যে রও।
আল্লার হুকুম জিন্নি আমার আয়ত্ব হও।
না হইলে আজরাইল জমের ঘরে যাও।

নিয়মঃ প্রথমে মন্ত্রটা শনিবার রাতে মুখস্ত করে নিতে হবে। তারপর চন্দ্রমাসের যে কোনো শুক্রবারে ঈশার নামজ পড়ে বিছানায় জায় নামাজ বিছিয়ে হাটু গেড়ে বসতে হবে। এবার দরূদ শরীফ ১১ বার পাঠ করতে হবে। তারপর মন্ত্রটা ৭৮৬ বার পাঠ করতে হবে। পুনঃরায় দরূদ শরীফ ১১ বার পাঠ করতে হবে। পাঠ শেষে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। এভাবে নিয়মিত একটানা ২১ দিন সাধনা চালাতে হবে। ১৯ দিনের দিন জ্বীন দেখা দিবে। তবে সাধনা ২১ দিন পর্যন্ত অবশ্যই করতে হবে। অন্যথা সাধনা বিফলে যাবে।

তাবিয লেখার পুন্নাঙ্গ নিয়ম কানণ।১লং।তাবিয লিখিতে হবে কুস্তুরি ও গুরুচনা।ভোজ পাতায় মোট তিন টি শনি বা মঙ্গল বা রাত ১২ টায় শশ্মান কবর ও শত্রুর দরযায়।২লং তাবিয লিখিতে হবে। জাফরান।কুস্তুরি কুম কুম দিয়ে।শনি বার সকাল ১০ টায়। মোট ৩ টি শশ্মানে ১টি কবরে ১টি প্রেমিকার বাড়ির সিমানায়।৩ লং তাবিয লিখিতে হবে। বিসাক্ত সাপের রক্ত দিয়ে ৩টি তাবিয লিখে ৩ দিন শত্রু কে খাওয়াবে তাহলে শত্রু ককাল হয়ে জাবে।

৪লং তাবিজ লিখিতে হবে বিসাক্ত সাপের রক্ত দিয়ে। মোট ৩ টি তাবিজ লিখিবে আমাবস্যা রাত ১২টার সময় ১টি শশ্মানে ১টি কবরে ১টি শত্রুর খাটের নিচে ৩ দিনের মদে শত্রু মারা জয়বে।৫লং তাবিজ লিখিতে হবে গুপ্ত ধন উদ্ধর করার জনে। ৫টি তাবিজ লিখিবে গুপ্ত ধন জেখানে আছে তার ৪ কোনে ৪টি। তাবিজ গারিবে আর ১টি তাবিজ শশ্মান ঘাটের মাটি মিশিয়ে ঐ জাগায় ছিটিয়ে দিবে। আর এই কাজ গুলো করিতে হবে। আমাবস্যা রাত ১টায় তাবিজ লিখিবে কালী মন্দিরের সিদুর দিয়ে।

৮লং তাবিজ লিখিতে হবে চিলের রক্ত দিয়ে।৩টি তাবিজ লিখিবে ভোপাতায় ৩ দিন ধুয়ে খাওয়াবে শত্রু পাগল হয়ে জাবে।৯লং তাবিজ লিখিতে হবে মাছের রক্ত দিয়ে। মোট ৩টি তাবিজ লিখিবে সাদা কাপরে ।১টি মাছের গলায় বান্ধয়া ছারিয়া দিবে ১টি শশ্মানে দাফন করিবে। প্রেমিকাকে ছুয়া নিজের কাছে রাখিবে ৩ দিনে পাগল হয়ে ছুটে আসিবে।১০লং তাবিজ লিখিতে হবে। জাফরান কালি দিয়ে কাফনের কাপরে। মোট ৩টি ১টি শশ্মানে দাফন করিবে।১টি কবরে দাফন ১টি নিজের কাছে রাখিবে।

১১লং তাবিজ লিখিতে হবে মাসিকের রক্ত দিয়ে। মোট ৩টি ভোজ পাতায় লিখিবে ১টি চুলায় গরম দিবে ২টি ১ঘন্টা পর পর মরিচে গুরি দিয়া পোরাইবে তাবিজ পোরানো সেষ হইলে প্রেমিকা হাজির হবে। শত শত বার পরীক্ষিত।১২লং তাবিজ লিখিতে হবে মুগির রক্ত দিয়ে। হারিয়ে জাওয়া মানুষ হাযির করা মোট ৩টি তাবিজ লিখিবে কাফনে কাপরে ১টি শশ্মানে দাফন করিবে ১টি কবরে দাফন করিবে ১টি নদিতে ভাসাবে ২১দিনে হাজির হবে।

১৩লং এই তাবিজ দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানো জায়। আবার। বান মারা জায়। বিচ্ছেদ করাতে হলে নিম পাতার রস দিয়ে ৩টি তাবিজ লিখিবে ডাক কাগজে ১টি শশ্মানে দাফন করিবে ১টি কবরে দাফন করিবে ১টি জাদের মাঝে বিচ্ছেদ করিবে তাদের বাড়িতে দাফন করিবে।আবার জখন বান মারিবে তখন। সাপের রক্ত দিয়ে ৩টি তাবিজ লিখিবে ১টি শশ্মানে দাফন করিবে ১টি নদিতে ভাসাবে ১টি ধুয়ে শত্রুকে খাওয়াবে। শত্রু তিন দিনে মারা জাবে। তাবিজ লিখিবে কাফনের কাপরে।

১৫লং তাবিজ লিখিবে
বানোরেড় রক্ত দিয়ে বানোরেড়
চামরায়। লিখে কুস্তি খেলতে
গেলে তাহলে কেউ কুস্তিতে
হারাতে পারবেনা।
১৬লং তাবিজ জ্বিন চালান দিয়ে
মামলায় জয়লাভ করা তাবিজ
লিখিবে বাঘের রক্ত দিয়ে বঘের
চামরাড় জয যখন চেয়ারে বসে
তারআগে চেয়ারে ছোয়াবে
ছোয়ানর পর নিযের কাছে
রাখবে শে দিনি ছারা পাবে।
১৭লং তাবিজ ভালবাসার জন্য
এই তাবিজ লিখিবে জাফরান
কালি দিয়ে মোট ৩টি ১টি মের
ঘরেড় দরজার সমনে দাফন
করিবে ১টি নদিতে ভাসাবে ১টি
শশ্মানে দাফন করিবে। তিন
দিনে মে হাজির হবে।

১৮লং তাবিজ গুপ্ত ধন উঠানর জনে এই ১টি আর কালীর জিব্বা ভেগে তাবিজ মিসাবে তারপর জেখানে গুপ্ত ধন আছে সেখানে ছিটিয়ে দিবে। তিন আমাবস্যা করিতে হবে সাবধা হয়ে কাজ চালাবে।১৯লং তাবিজ দেয় চালান করে শত্রুকে বাড়ি ঘর সহো তারিয়ে দেওয়া।তাবিজ টি লিখিতে হবে পেচা ও কাকের রক্ত দিয়ে তারপর শত্রুর বাড়ির চার কনে ৪টি তাবিজ দাফন করিবে ৭দিনের মদ্ধে শত্রু চলে জাবে। পরীক্ষিত।২১লং তাবিজ দোকানের উনতি করাড় জনে এই তাবিজ সাদা কাগরে মেসকো জাফরা কালি দিয়ে লিখে দোকানে যুলাবে।

২৪লং তাবিজ শত্রু দমন করা
এই তাবিজ সাদা কাগযে লিখে
রুপার তাবিজে ভরে নিজের
কাছে রাখলে শত্রু দমন হয়ে
জাবে। ২৪লং তাবিজ বিবাহতে
রাজি নাহলে এই তাবিজ লিখে
জাকে খাওয়াবে সেই বিবাহতে
রাজি হবে। পরীক্ষিত।
আমি গাউসিয়া উদিন কুতুবুল্লা
লিখে দিয়ে গেলাম এই বই দেখে
সুনে কাজকরিলে এক শতে
একশ। আল্লর হুকুমে। জয় হোক
দয়াল বাবার জয় হোক সবার।

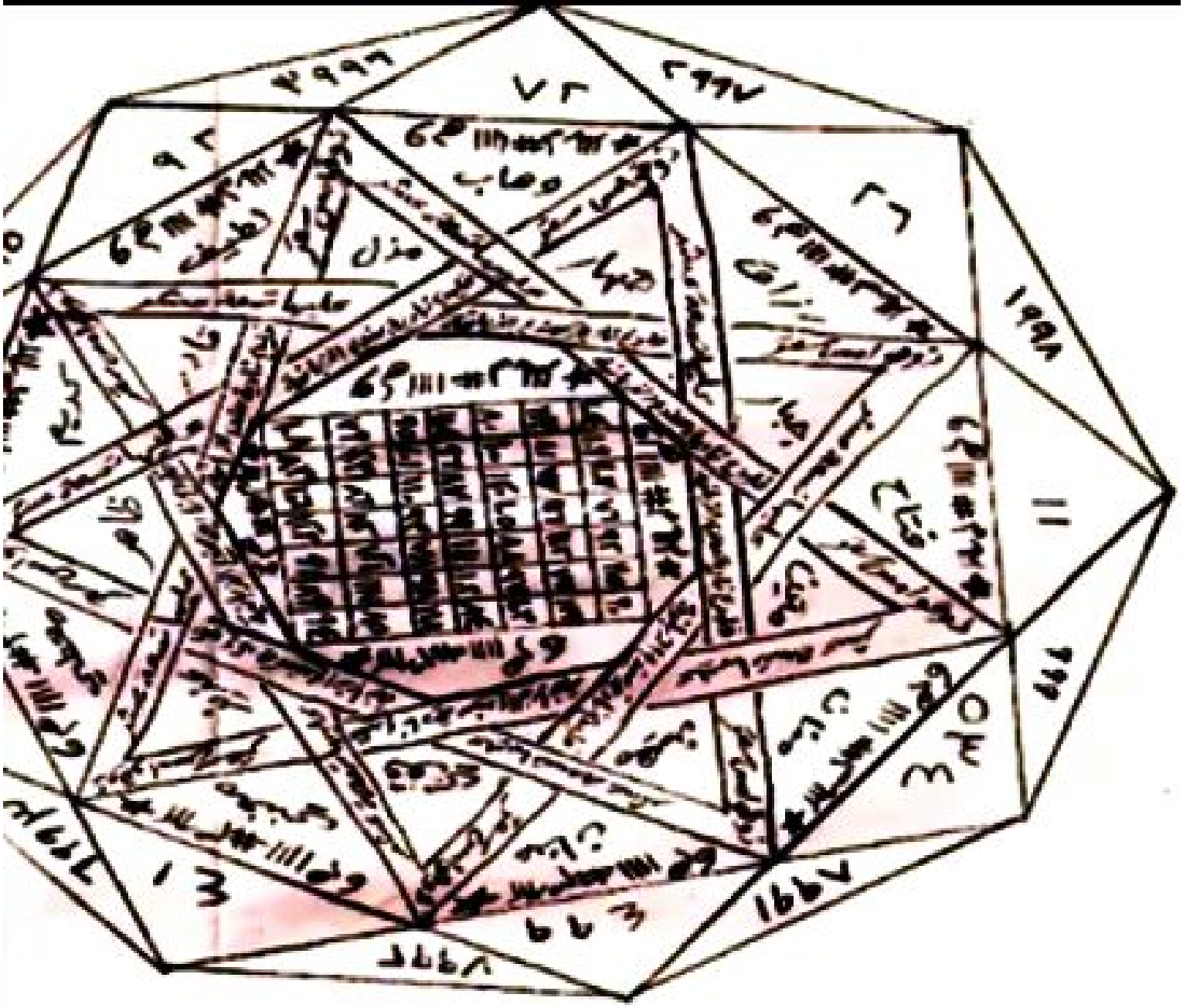

আজমেরি

وهذا الطلسم المشار اليه

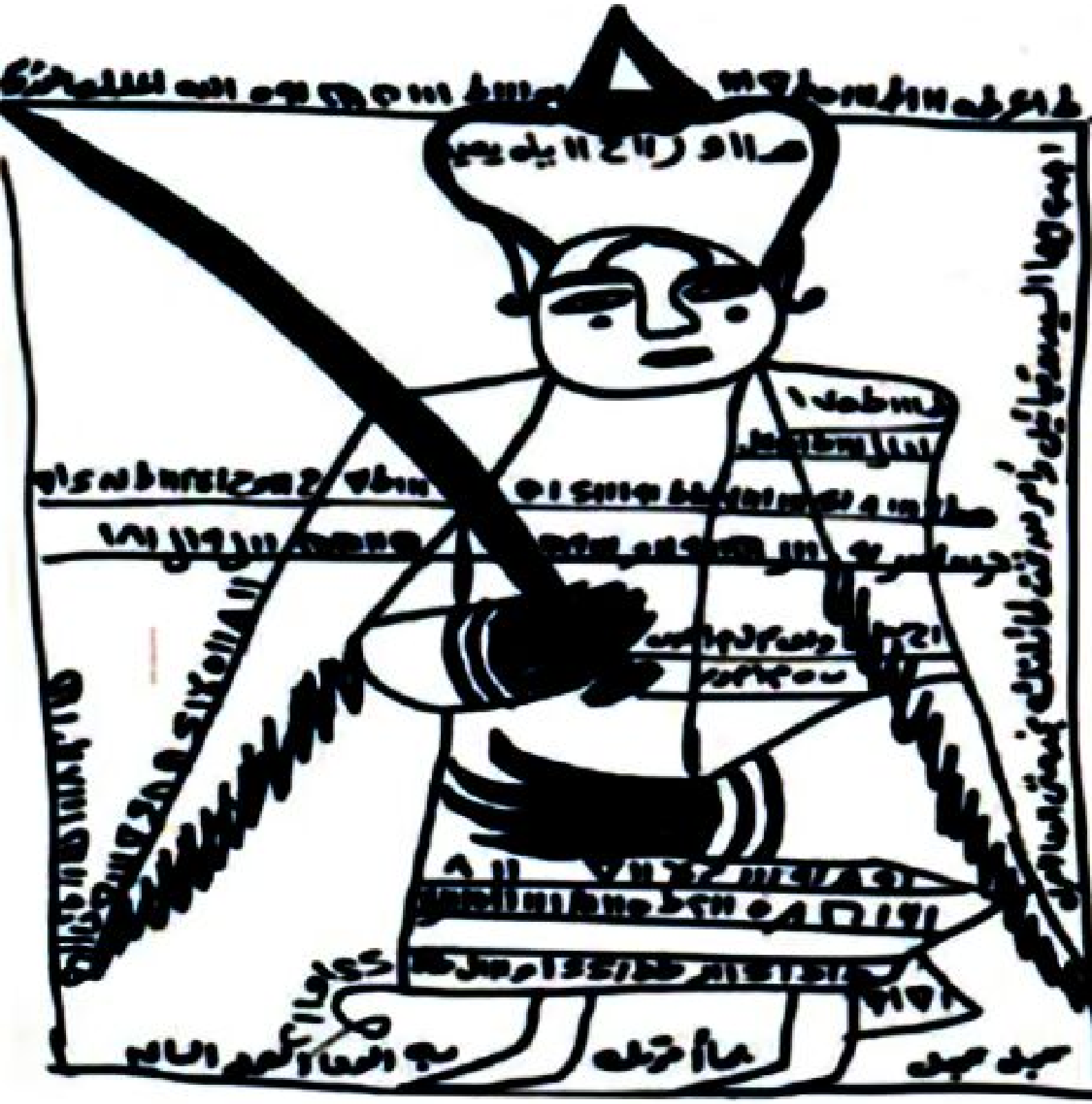

وهذه الدعوة المطلوبة

لست بتامر الجبابرة وقاصف الفراعنة ومبيد الاكاسرة وقاسم المتمردين
وقامر الطاغين والباغين والجم الجن والعفاريت والشياطين بلجام صوارم

توكلوا يا حدام وموكلين هذه الطلاسم والأسماء المباركة الشريفة واجلبوا المنافع والخيرات والأرزاق السهلة العاجلة
الى أقسم وألزم عليكم بسم الله النافع الضار
الفتاح الرزاق الوهاب المعطي رزق محمد وآل محمد رزق الملائ
الماكين عليكم الوها الوها العجل العجل الساعة الساعة
بارك الله فيكم وعليكم وبكم

দেহ মিলনে পুরুষের ভূমিকা

...পা বাদুরের রক্ত দিয়ে লিখে চুলার পরে
...ড়ান যার জন্য করবে তার নাম লিখতে
হবে

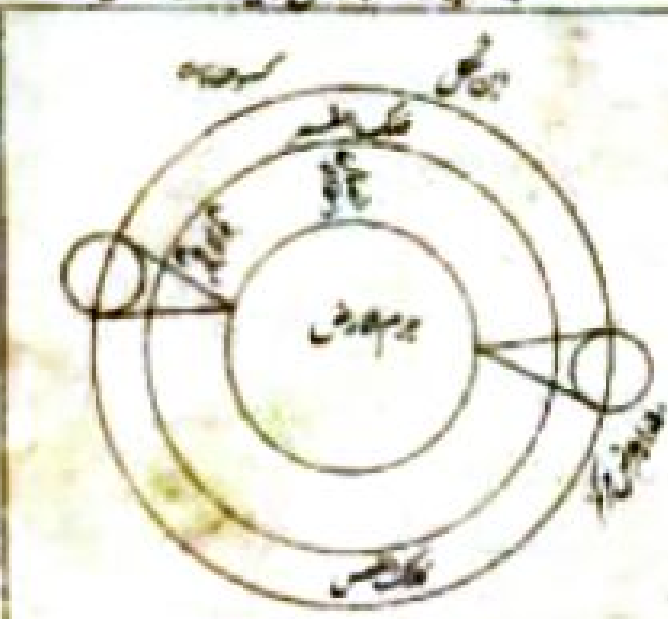

بخار متصاعد جواب بود کثیف شود از صرما و منعقد شود ابر پس باد و هر دو ان ابر را پاره پاره کند و در اثنای
وقوع و آید ان باران را بامر حکمت الهی دیگی اند به ارض بعد سوتفاوت ظاهر میشود انهار و بیون ان باران و
سبب تمامی حیات حیوان و نبات و نامی نبات شود و معادن متکون بتکوین الله تعالی و هو القادر
بسم الله الرحمن الرحیم بدی رحمتی اوزار محبت سماوات لا استشاد بسمه بیت فاتزن به انهار و خاطر جاری من کل
و ثمرات و از انجمله سه معادنست پس هر بستی که صاعد الی سپهر که منحل میشود و باطن ارض اتی جاباد انهار ها متحلل
شود و بواسطه ارضی نرم میشود و از تاثیر افتاب پس متولد میشود و از ان ابخار صعود میکند سبب سوختن چون نمک و
نشادر و سایر نفطات چون یاقوت و زبرجد و سایر احجار نفیسه چون زیبق و کبریت و زنجفر و مرتک و شنگرف و
و غیر ذلک این اشیا نفیست و از انجمله امر نباتست بدستی که زرع و اشجار نمیرویند الا در ارضی که قابلیت